ওয়ার্ড নম্বর ৬

এণ্টন শেখভ

ওয়ার্ড নম্বর ৬

অনুবাদক

শ্রীমণি বসু

দেবদত্ত এণ্ড. কোম্পানী
৬, বঙ্কিম চাট্যার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম দেবদত্ত সংস্করণ
বঙ্গাব্দ আশ্বিন, ১৩৬৪
খৃস্টাব্দ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭

প্রকাশক—
শ্রীঅনিলকুমার দেব
৬ নং বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ—
শ্রীগণেশ বসু

মুদ্রক—
শ্রীশ্যামসুন্দর ঘোষ
ঘোষ আর্ট প্রেস
১৩৫এ, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭

মূল্য ২·০০ টাকা

পরিচিতি

আমি সম্প্রতি শেখভ্‌এর প্রায় সব লেখাই আবার পড়লাম। তার সব কিছুই অপূর্ব···শেখভ্‌ অতুলনীয় জীবনশিল্পী। হ্যাঁ ঠিক তাই—অতুলনীয়! পূর্বেকার রুশ লেখকদের সঙ্গে—টুর্গেনেভ, ডষ্টয়ভস্কী বা আমার সঙ্গে তার তুলনা হয় না। তার লেখার গুণ এই যে তা শুধু রাশিয়ানদের কাছে নয়, সকল মনুষের কাছে বোধগম্য এবং তাদের জীবনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত।

—টলষ্টয়

শেখভ তার নিজের সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে এক জায়গায় বলেছেন, পাখা যেমন গান করে আমিও তেমনি লিখি। ··জীবনের সঙ্গে আমি কুস্তি লড়ি। বেশী ভেবেচিন্তে সময় নষ্ট না করে জীবনকে জাপ্‌টে ধরি, চিম্‌টি কাটি, বুকে, পাজড়ায় আঙুল দিয়ে খোঁচা দিই, পেটের উপর ঘুসি মারি। আমার খুব আনন্দ লাগে····পাশ থেকে দেখলে দৃশ্যটা খুব মজারই বটে।

এণ্টন শেখভ্‌ ১৮৬০ সালে দক্ষিণ রুশিয়ার ট্যাগানরগএ জন্ম গ্রহণ করেন। তার বাবা প্রথম জীবনে ছিলেন ক্রীতদাস। ১৮৭৯ সালে শেখভ মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ ক'রে ১৮৮৪ সালে ডাক্তারী পরীক্ষায় ডিগ্রী লাভ করেন; কিন্তু ডাক্তারী বেশী দিন করেন নি।

ছাত্রজীবনেই তার সাহিত্যের হাতে-খড়ি হয়। শেখভ্ পত্রপত্রিকায় ব্যঙ্গ রচনা সুরু করেন, এবং অচিরেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ-রচয়িতা বলে পত্রিকা মহলে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

১৮৮৬ সাল শেখভ্এর সাহিত্য জীবনের মোড় ফেরার বছর। এই সময় থেকে তার সাহিত্যমানসের উন্মেষ ও রূপান্তর শুরু হয়। হালকা ব্যঙ্গ রচনা ছেড়ে তিনি ভাবগম্ভীর রসসম্দ্ধ গভীর সৃষ্টিমূলক রচনায় হাত দেন। তার প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক 'আইভ্যানভ' বের হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে হৈচৈ পড়ে গেল। তারপর ঐ বছরেই প্রকাশিত হল 'মট্লি ষ্টোরিজ'। ১৮৯০ সালে শেখভ্ সাখালিন দ্বীপে বেড়াতে যান। সাখালিন দ্বীপকে সেকালে রুশিয়ায় বলা হত শয়তানের দ্বীপ, কারণ কয়েদিদের ওখানে নির্বাসনে পাঠান হত। সাখালিন দ্বীপে অবরুদ্ধ দশ হাজার নির্বাসিত কয়েদীর মর্মান্তিক জীবন স্বচক্ষে দেখে শেখভ্ বিচলিত হলেন। তার সংবেদনশীল বিদ্রোহী শিল্পীসত্তা মুখর হয়ে উঠল। ফলে রচিত হল 'সাখালিন' নামে তার বিখাত বই—মনুষ্য সমাজের দণ্ডবিধির নিখুঁত বিশ্লেষণ—রুশিয়ানদের উপর জার শাসিত রুশিয়ার বর্বর অত্যাচারের নগ্ন চিত্র।

উনিশ শতকের শেষার্দ্ধ এবং বিশ শতকের গোড়ার দিককে বলা হয় শেখভ্যুগ—রুদ্ধগতি জাতীয় জীবনের চরম প্রতিক্রিয়ার মধ্যে মুক্তির অত্যুগ্র কামনা। এই

কামনাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে তার ‘তিন বোনের’ করুণ আর্তনাদের মধ্যে—মস্কো ! মস্কো ! অন্ধকার থেকে আলোর মুখ দেখার জন্য, মুক্তির আনন্দে উদ্ভাসিত সুখী জীবনের আস্বাদন পাবার জন্য কী ব্যাকুল আগ্রহ !

এই শেখভ যুগেই রচিত হয় শেখভ এর ‘থ্রি সিসটারস’ (১৯০১) ও “দি চেরী অরচার্ড” (১৭ই জানুয়ারী, ১৯০৪)। “চেরী অরচার্ড” শেকস্‌পীয়রের পর সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলে ঘোষিত হয়েছে আর ‘থ্রি সিসটার্স’ স্থান কালের গণ্ডী অতিক্রম করে শাশ্বত সৃষ্টির স্বীকৃতি লাভ করেছে।

“চেরী অরচার্ড” প্রকাশিত হবার পর তার স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে পড়ে। ১৮৮৩ সাল থেকেই তিনি টি, বি-তে ভুগছিলেন, এবার স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তাকে তার প্রিয় মস্কো ছেড়ে প্রথমে ইয়াল্টা পরে ক্রিমিয়া ও অন্যান্য স্থানে ঘুরতে হল। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্য আর ছোড়া লাগলো না। ১৯০৪ সালের ২রা জুলাই শেখভ্ তার সাহিত্য-জীবনের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের মধ্যে পরলোক গমন করেন।

ছোট গল্প ও ছোট উপন্যাস রচনায় শেখভ্ এর জুড়ি নেই। তিনি শুধু রুশ ছোট গল্পকে সার্থক ও পরিপূর্ণ করে তোলেননি, আঙ্গিক ও রচনাশৈলীর দিক দিয়ে পৃথিবীর সকল সাহিত্যের ছোট গল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন।

শেকভের সাহিত্যাদর্শ ও রচনাবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে

গোর্কি বলেছেন : সহজাত সুন্দরের উপাসক শেকভ্‌ যা কিছু সরল স্বচ্ছ ও অকৃত্রিম তাই ভালবাসতেন, নোংরামি, ইতরতা তিনি দুচক্ষে দেখতে পারতেন না… জীবনের সকল নোংরামী, সকল গ্লানি তিনি কবির ভাষায় রসিকের মন নিয়ে বর্ণনা করেছেন। রচনাশৈলীর দিক থেকে শেকভ্‌কে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকগণ রুশ সাহিত্যের বিকাশ ও উন্নতির কথা বলবার সময়ে নিশ্চয়ই বলবেন যে এই ভাষা পুষকিন, টুর্গেনেভ্‌ ও শেখভ্‌ এর সৃষ্টি।

শেখভ্‌ এর অতুলণীয় প্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মনস্তাত্তিক অন্তর্দৃষ্টি—(ডষ্টয়ভস্কীর মত নির্মম ও হতাশাব্যঞ্জক নয়) তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ, সুন্দর, স্বচ্ছ, রসসমৃদ্ধ ব্যঙ্গ, করুণা, দরদপূর্ণ অনুভূতি ও উপলব্ধি। তার লক্ষ্য ছিল সুস্থ, মার্জিত সমাজ—শুধু রুশিয়ায় নয়, সমগ্র মনুষ্য জাতির জন্য সমস্ত পৃথিবীতে।

৬নং ওয়ার্ড শেখভ্‌এর শ্রেষ্ঠ ছোট উপন্যাস-গুলির অন্যতম। এটিকে তার সাহিত্যাদর্শ ও রচনা বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্বমুলক কাহিনী বলা চলে। ৬নং ওয়ার্ড যেমন তৎকালীন সমাজের নোংরামী, ইতরতা ও শয়তাণীর গ্লানিকর চিত্র, তেমনি আবার এর মধ্য ফুটে উঠেছে অনাগত ভবিষ্যতের সম্ভাবনাপুর্ণ জীবনের প্রতি দৃঢ়প্রত্যয়।

—প্রকাশক

॥ এক ॥

হাসপাতাল প্রাঙ্গনের মধ্যে একটা ছোট পাকা বাড়ি; হাসপাতালেরই অংশ। বুনো ফুল, শন আর বিছুটী গাছে বাড়িটার চারিপাশে রীতিমত জঙ্গল হয়ে গিয়েছে। ভিতরের ছাদে ধরেছে মরচে, চিম্‌নী প্রায় ভেঙে পড়ার অবস্থা। প্রবেশ পথের জীর্ণ সিঁড়ি বড় বড় ঘাসে ভর্তি। দেওয়ালে বিলীয়মান চূণবালির প্লাষ্টারের ক্ষীণ চিহ্ন। হাসপাতালের দিকে মুখ করে দাঁড়ান বাড়িটার পিছনে একটা মাঠ আর বাড়িটার মাঝখানে বিবর্ণ লোহার শিকের বেড়া। উর্ধ্বমুখী ধারাল লোহার শিক, বেড়া এবং ঘাস বাড়িখানির বিশ্রী বিষণ্ণ চেহারা ঠিক আমাদের হাসপাতাল আর কয়েদ-খানার বাড়িগুলির মত।

বিছুটীর ভয় না থাকলে আমার সঙ্গে সরু পথটী ধরে এসে ভিতরে উঁকি মেরে দেখুন। সামনের দরজা খুললেই আমরা একটা যাতায়াতের পথ পাচ্ছি। দেওয়াল এবং ষ্টোভ-এর পাশে হাসপাতালের যত আবর্জ্জনা গাদা মারা রয়েছে; গদি, পুরান ড্রেসিং গাউন, দাগকাটা সবুজ সার্ট, ছেঁড়া বুট—যত রাজ্যের পচা, অব্যবহার্য আবর্জনা একটা তুর্গন্ধময় স্তূপের মধ্যে জড় করা।

প্রহরী নিকিটা গায়ে দাগকাটা কোট চড়িয়ে আর দাঁতের মধ্যে সর্বদাই একটা পাইপ চেপে এই আবর্জনা-স্তূপের উপর বসে বিশ্রাম করে। নিকিটা একজন পুরাতন সৈনিক। চোখের উপর লোমশ মোটা ভ্রু-যুগল কঠিন মুখখানাকে মেষ-রক্ষী রুষ-কুকুরের মত করে তুলেছে। নাকটা লাল, ছোট ও একদিকে বাঁকান, হাত দুখানা শক্ত ও পুরু। এ সত্বেও কিন্তু নিকিটার চেহারার মধ্যে বেশ একটা মানানসই ভাব আছে। পৃথিবীতে এক ধরনের বিশ্বাসী, কর্মদক্ষ, নির্দোষ লোক আছে যাদের কাছে শৃঙ্খলার মূল্য সবকিছুর উপরে। এদের বিশ্বাস জোর উত্তম মধ্যম দেওয়ার মত আর কিছুই নেই। নিকিটা হ'ল এই দলের,—শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সে বুকে, মুখে, পিঠে বেপরোয়া ঘুসী চালাবে; শৃঙ্খলা রক্ষার যে আর কোন উপায় নেই সেটা তার ভালই জানা আছে।

এখান থেকে আমরা একটা প্রশস্ত ঘরে ঢুকছি। ভিতরে যাতায়াতের প্যাসেজ বাদে বাড়িটার আর সবটুকু অংশ জুড়ে এই ঘরটি। ঘরের দেওয়ালে ফ্যাকাসে নীল রং; ভিতরের ছাদ চূণবালি জমে কালো হয়ে গেছে, ঘরের মধ্যে কোন চিম্‌নী নেই। বেশ বোঝা যায় শীতকালে ষ্টোভের ধোঁয়ায় ঘরের আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে ওঠে। জানালা-গুলিতে ভিতরের দিক থেকে লোহার শিক বসান; মেঝে বিবর্ণ, খোয়া ওঠা—পচা শাকসব্‌জী, লণ্ঠনের ধোঁয়া,

ছারপোকা আর এ্যামোনিয়ার গন্ধে স্থানটি ভারাক্রান্ত। প্রথমে ঢুকলে মনে হবে খাঁচায়-পোরা জন্তু-জানোয়ারদের প্রদর্শনীতে এসেছি।

মেঝের উপর কতকগুলি বিছানা পাতা। সবুজ রং-এর হাসপাতাল গাউন এবং পুরান ধরনের নৈশ টুপী-পরা জনকয়েক লোক বিছানাগুলির উপর কেউ বা বসে কেউ বা শুয়ে আছে। এরা মানসিক রোগী; সংখ্যায় পাঁচ জন। এদের মধ্যে মাত্র একজন উচ্চ শ্রেণীর, আর সবাই সাধারণ লোক। দরজার নিকটে যার বেড সে লোকটা লম্বা, পাতলা গড়ণের, মুখে চকচকে লাল গোঁফ, চোখ ছুটো কেঁদে কেঁদে লাল হয়ে উঠেছে। হাতের উপর মাথা রেখে লোকটি স্থমুখের দিকে একদৃষ্টে তাঁকিয়ে আছে। সারা দিনরাত সে হা-হুতাশ করে; কখন কখনও মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কখনও বা বিষন্ন হাসি হাসে। সাধারণ কথাবার্তায় সে প্রায়ই যোগ দেয় না, কিছু জিজ্ঞাসা করা হলেও তার কাছ থেকে উত্তর মে'ল না : খাদ্য ও পানীয় দেওয়া হলে যন্ত্র-চালিতের মত তা গ্রহণ করে; লোকটির অনবরত যন্ত্রনা-দায়ক কাশি আর সেই সঙ্গে চোখ মুখের রক্তিম ভাব দেখে মনে হয় যক্ষ্মার পূর্বাবস্থা চলেছে।

পরের বেড্‌টায় থাকে একজন বুড়ো। ছোটখাট লোকটী, বেশ সজীব এবং কর্মঠ, চোখা চোখা দাড়ি, চুল-গুলো নিগ্রোর মত কাল ও কোঁকড়া। দিনের বেলায় সে

ঘরের মধ্যে জোর পায়চারী করে বেড়ায়—এ জানালা থেকে ও জানালা, কখনও বা বিছানায় বসে একটা পায়ের উপর আর একটা পা তির্যকভাবে রেখে পাখীর মত শিষ্ দিতে থাকে। রাত্রেও তার এই শিশুসুলভ চপলতা ও সজীব মেজাজের পরিচয় পাওয়া যায়। লোকটি হল, টুপী নির্মাতা ইহুদী মোজেজ। তার দোকান পুড়ে যাবার পর থেকে আজ বিশ বছর সে পাগল হয়ে গেছে।

মোজেজ-ই ৬নং ওয়ার্ডের একমাত্র বাসিন্দা যার ওয়ার্ডের বাইরে যাবার এমনকি হাসপাতালের কম্পাউণ্ডে ও রাস্তায় ঘুরে বেড়াবার অনুমতি আছে। বহুদিন ধরে হাসপাতালে আছে এবং লোকটিও বেশ শান্ত, নিরীহ, বোকা বলেই বোধ হয় এই সুবিধাটুকু সে পেয়েছে। মোজেজ তার হাসপাতাল গাউন, অদ্ভুত নৈশ টুপী আর চপ্পল পরে—কখনও বা খালি পায়ে গাউনের নীচে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। বাড়ির গেটে এবং দোকানের সামনে গিয়ে দু একটা পয়সা ভিক্ষে চায়। এমনি করে দু একটা আধলা, দুএক টুক্‌রো রুটী সংগ্রহ করে বেশ দু-পয়সার মালিক হয়ে হৃষ্টচিত্তে ওয়ার্ডে ফেরে। যা কিছু আনে তা যায় নিকিটার গহ্বরে। নিকিটা রাগে গর্‌গর্ করতে করতে তার দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে যা পায় নিয়ে নেয় আর ভগবানের নামে শপথ করে বলতে থাকে আর কখনও সে ইহুদীটাকে রাস্তায় বেরুতে দেবে না—

বিশৃঙ্খলার চেয়ে খারাপ আর কিছুই নয়……।

মোজেজ লোকটা খুব ভাল। ঘরের লোকদের পিপাসা পেলে জল এনে দেয়, কেউ ঘুমিয়ে পড়লে চাদর দিয়ে গা ঢেকে দেয়, সকলের জন্য টুপী তৈরী করে আর প্রত্যেকের জন্য একটী করে পয়সা আনবে বলে কথা দিয়ে যায়। পাশের পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগীটীকে সেই চামচ দিয়ে খাইয়ে দেয়। এসব কাজ যে সে দয়াপরবশ হয়ে বা মানবতা-বোধে করে তা নয়। ডানদিকের প্রতিবেশী গ্রোমভ-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই এগুলি করে যায়।

আইভ্যান ডিমিট্রিচ গ্রোমভ্ এর বয়স হবে প্রায় তেত্রিশ বছর। ভাল ঘরের ছেলে। এক সময়ে সরকারী অফিসে বেলিফ্-এর কাজ করত—এখন মানসিক রোগে ভুগছে—পারসিকিউসন্ ম্যানিয়া। সে হয় হাত পা গুটিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকে নতুবা একবার সামনে একবার পিছনে পায়চারী করে বেড়ায়। তাকে বসে থাকতে বড় একটা দেখা যায় না, সব সময়েই সে একটা নিরবিচ্ছিন্ন উত্তেজনার মধ্যে থাকে; একটা অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট উষ্ণ প্রত্যাশা; বারান্দা বা প্রাঙ্গনে টু শব্দটী হলেই কান খাড়া করে শোনে···তার জন্য কি কেউ এসেছে? তাকেই কি খুঁজছে? এই মুহূর্তগুলিতে তার মুখে চরম বিরক্তি ও উদ্বেগের ভাব ফুটে উঠে।

গ্রোমভ এর প্রশস্ত, বিষণ্ণ, নিরানন্দ মুখখানি আমার

ভাল লাগে। আয়নার মত এই মুখের মধ্যে তার বিরাম-হীন সংগ্রাম আর শঙ্কায় বিদগ্ধ হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে; তার চেহারা অদ্ভুত বিষণ্ণ হলেও মুখের উপর সত্যকার সুগভীর বেদনার সূক্ষ্ম রেখাগুলি সংবেদনশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত; আর চোখে আছে একটা উষ্ণ, দৃপ্ত আলো, সর্বদাই ভদ্র, সহৃদয় এবং নিকিটা ছাড়া সকলের প্রতিই সুবিবেচক এই লোকটিকে সত্যই আমি পছন্দ করি। কেউ একটা বোতাম বা চামচ ফেলে দিলে সে তক্ষুনি বিছানা থেকে কাৎ হয়ে সেটা তুলে দেয়। শয্যা থেকে উঠে সবাইকে সু-প্রভাত জানাবে আবার রাতে ঘুমুতে যাবার সময় সকলের কাছে বিদায় নেবে।

বিষণ্ণ চেহারা আর সব সময়েই একটা প্রবল উত্তেজনা—এছাড়া আর যে যে ভাবে তার পাগলামী প্রকাশ পায় তা হচ্ছে এই: কোন কোন সময় সন্ধ্যায় সে তার পোষাকটি গায়ে জড়িয়ে দাঁত কড়মড় করতে করতে ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত সজোরে পদচারণা করে। এ সময়ে সে ঠিক প্রবল জ্বরে আক্রান্ত লোকের মত; সর্বশরীর তার কাঁপতে থাকে। এই অবস্থার মধ্যে যে ভাবে সে সহসা থেমে গিয়ে তার সঙ্গীদের দিকে তাকায় তাতে মনে হয় তার জরুরী কিছু বলার আছে, কিন্তু কেউ তার কথা শুনবে না বা বুঝবে না এইটি উপলব্ধি করেই যেন অধৈর্য হয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে আবার পদচারণা সুরু

করে। কিন্তু কথা বলার ইচ্ছা বেশীক্ষণ চেপে রাখতে পারে না, মুখ থেকে অনর্গল কথা বেরুতে থাকে। তার কথা জ্বরে আক্রান্ত রোগীর প্রলাপের মত বিক্ষিপ্ত, বিভ্রান্ত—সব সময় বোঝা যায় না। কিন্তু শব্দ ও উচ্চারণের মধ্যে এমন একটা জিনিষ আছে যা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। সে যখন কথা বলে তখন তার মধ্যে একই সঙ্গে প্রকৃতিস্থ ও উন্মাদ লোকের কথা শোনা যায়। তার এই প্রলাপোক্তিগুলো কাগজে লিখে রাখা খুবই শক্ত। মানুষের নীচতা,—যে অবিচার সত্যকে ধ্বংস করে—একদিন এই পৃথিবীতে যে সুন্দর জীবনের সুপ্রভাত দেখা দেবে···জানালার লোহার ডাণ্ডাগুলো ···যা সবসময়েই তাকে অত্যাচারীর মূঢ়তা ও নিষ্ঠুরতা স্মরণ করিয়ে দেয়···এমনি আরও অনেক কিছু নিয়ে সে আলোচনা করে যায় আর তার ফলে রচিত হয় এক সঙ্গতিহীন পাঁচ মিশালী গীতি মাল্য পুরাতন হলেও সবটুকু যার আজও গাওয়া হয়নি।

॥ দুই ॥

দশ পনের বছর আগেকার কথা। গ্রোমভ নামে একজন অফিসার সহরে বড় রাস্তার উপর নিজের বাড়িতেই বাস করতেন। গ্রোমভ-এর অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল। দুটি

ছেলে সারগী ও আইভ্যান। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বৎসর পড়া শেষ করার পর সারগী যক্ষ্মায় মারা গেল। তার মৃত্যুর পর গ্রোমভ-পরিবারে পর পর অনেকগুলি বিপর্যয় ঘটে যায়। সারগীর অন্তেষ্টির এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই গ্রোমভএর বিরুদ্ধে জালিয়াতি ও তছরূপের মামলা রুজু হল এবং তার অল্পকিছুদিন পরেই সে জেল হাসপাতালে টাইফাস রোগে মারা গেল। বাড়ি ও সম্পত্তি গেল নীলামে বিক্রী হয়ে। আইভ্যান ডিমিট্রিচ্ ও তার মায়ের জীবিকা নির্বাহের কোন পথ থাকল না।

বাবা বেঁচে থাকার সময়ে আইভ্যান ডিমিট্রিচ্ পিটার্স-বার্গে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। বাড়ি থেকে মাসে ষাট সত্তর রুবল করে আসত, কাজেই অভাব কাকে বলে আইভ্যান জানত না, কিন্তু এখন জীবনযাপন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করতে সে বাধ্য হল; নামমাত্র পারিশ্রমিকে ছেলে পড়িয়ে এবং দলিল নকল করে সকাল থেকে রাত অবধি খাটতে হয়; তাতেও পেটের ক্ষিদে মেটে না, কারণ যা কিছু আয় হয় তা মাকে পাঠিয়ে দিতে হয়। এই ধরণের জীবন আইভ্যান ডিমিট্রিচ্এর সহ্য হলনা! প্রথমটা সে হতাশ হয়ে পড়ল—তারপর বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বাড়ি চলে গেল। এখানে বন্ধুদের সাহায্যে জেলা স্কুলে একটি মাষ্টারী জুটল; কিন্তু সহকর্মীদের সঙ্গে বনিবনাও হবেনা এবং ছাত্রদের সহানুভূতি পাওয়া যাবেনা বুঝে আইভ্যান মাষ্টারী ছেড়ে

দিল। এদিকে মাও মারা গেলেন। ছয়মাস বেকার থেকে শুধু রুটি আর জল খেয়ে দিন কাটিয়ে সে বেলিফের চাকরী পেল। স্বাস্থ্যের কারণে বরখাস্ত না হওয়া পর্যন্ত এ চাকরী সে ছাড়েনি!

আইভ্যান কোন দিনই মোটা ছিলনা—ছাত্রজীবনেও নয়; বরাবরই ক্ষীণাঙ্গ, ফ্যাকাসে, স্বল্পহারী, সামান্য ঠাণ্ডাতেই সর্দি লাগে, ঘুম ভাল হয়না, এক গ্লাস মদ খেলেই তার মাথা বোঁ বোঁ করে—মুর্চ্ছা যাবার উপক্রম হয়। লোকের সঙ্গে মিশত বটে, কিন্তু খিট্‌খিটে মেজাজ আর সন্দিগ্ধ স্বভাবের জন্য কারও সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা ছিলনা—কাউকেই সে বন্ধু বলে ভাবতে পারত না। সহরের লোকদের কথা উঠলেই সে ঘৃণা প্রকাশ করে বলত ওদের অজ্ঞতা ও পশুসুলভ অস্তিত্বে তার গা ঘিনঘিন করে। গলার স্বরটা ছিল কর্কশ, কথাও বলত জোরে, উত্তেজিত ভাবে। তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে সে বেশ কৌশলে আলোচনাটা মোড় ঘুরিয়ে তার প্রিয় বিষয়গুলিতে নিয়ে যাবে: এ সহরের আবহাওয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ওঠে, জীবন নিস্তেজ···সমাজে বৃহত্তর স্বার্থের কোন স্থান নেই। মানুষ হিংসা, কপটতা ও লাম্পট্যের মধ্যে নিরানন্দ অর্থহীন জীবন যাপন করছে,···এ সমাজে শয়তানেরা আরামে দিন কাটাচ্ছে আর সৎলোকেরা কোন ক্রমে দুবেলা দুমুঠো পেটে দিয়ে বেঁচে আছে। এ অবস্থার প্রতিকারের জন্য দরকার

স্কুল, প্রগতিশীল স্থানীয় সংবাদ পত্র, থিয়েটার, বক্তৃতা এবং সকল বুদ্ধিজীবী শক্তির সহযোগিতা। সমাজকে এই অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে,…চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে কী নিদারুণ অবস্থা ইত্যাদি…।

তার বিচারে মানুষকে দুইভাগে ভাগ করা যায়,—সৎ আর শয়তান, মধ্যবর্তী কোন শ্রেণী নেই; লোক চরিত্র চিত্রণে তার রঙদানীতে দুটিমাত্র রং আছে—সাদা আর কালো।

নারী ও প্রেম সম্পর্কেও আলোচনা করতে তার উৎসাহের অভাব নেই, যদিও প্রেমে কখন পড়েনি।

মানুষের চরিত্র সম্পর্কে আইভ্যানের এই ছিদ্রান্বেষী স্বভাব ও স্নায়বিক উত্তেজনা সত্ত্বেও আমাদের সহরের লোকেরা তাকে পছন্দ করত এবং অসাক্ষাতে স্নেহবশেই ভ্যানিয়া বলে ডাকত। তার বিনয়, পরোপকার প্রবৃত্তি, উচ্চ আদর্শ, চারিত্রিক দৃঢ়তা আর সেই সঙ্গে রুগ্ন চেহারা, গায়ের ময়লা কোট ও পারিবারিক বিপর্যয় সব মিলিয়ে আইভ্যানের প্রতি একটা বেদনাময় দরদ ও বন্ধুত্বের অনুভূতি জেগে উঠে। তারপর সে সুশিক্ষিত এবং পড়াশুনাও ছিল তার যথেষ্ট, সহরের লোকেরা বলত আইভ্যান জানে না এমন কিছু নেই। সকলেই মনে করত, সে একখানি চলমান বিশ্বকোষ।

সত্যই আইভ্যান প্রচুর পড়ত। ক্লাবে বসে ঘণ্টার

পর ঘণ্টা সে দাড়িয়ে ধীরে ধারে হাত বুলাত আর বই ও ম্যাগাজিনের পাতা একটির পর একটি উল্টে যেত। তখন তার মুখের চেহারা দেখলে মনে হত সে ত' পড়ছে না— লেখা গুলো যেন গিলছে। পড়ার অভ্যাস তার একটা রোগে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। যা হাতের কাছে পেত,— পুরান একটা খবরের কাগজ হলেও তার উপর আগ্রহে ঝু কে পড়ত। বাড়িতেও সে সর্বদা বিছানায় শুয়ে পড়ত।

॥ তিন ॥

শরতের এক সকালে আইভ্যান ডিমিট্রিচ্ তার কোটের কলার তুলে সরু রাস্তার কাদা ভেঙে পরোয়ানা জারী কোরতে চলেছে। মেজাজটা ভাল না ; হঠাৎ তার চোখে পড়ল চারজন সশস্ত্র লোক এক ব্যক্তিকে হাতকড়ি দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখা তার অভ্যাস আছে, এবং দেখলেই মনে করুণার ভাব আসে, কিন্তু এবার সে অদ্ভুতভাবে অভিভূত হয়ে পড়ল। যে কারণেই হোক সহসা তার মনে হলো তাকেও তো এমনি করে হাতকড়ি দিয়ে এই কয়েদীদের মত কাদার মধ্য দিয়ে টেনে কারাগারে নিয়ে যাওয়া যায়, কোন বাঁধাই ত' নেই। পরোয়ানা জারী করে গৃহে ফেরার পথে ডাক ঘরের নিকট একজন পরিচিত

পুলিশ ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোক কুশল বিনময়ের পর তার সাথে কয়েক পা এগুলেন। যে করে হোক গ্রোমভ-এর অত্যন্ত সন্দেহ হল। বাড়ি ফেরার পর সারাদিন সকালের কয়েদী ও রাইফেলধারী সৈনিকদের চিন্তা তাকে পেয়ে বসল। একটা অদ্ভুত মানসিক অস্থিরতায় পড়াশুনা করতে বা অন্য কোন চিন্তায় মন দিতে পারল না। সন্ধ্যা হয়ে এলো কিন্তু গ্রোমভ ঘরে বাতি জ্বাললো না; ঘুমও আসে না চোখে, কেবলই এক চিন্তা;—সেও তো গ্রেপ্তার হতে পারে! তাকেও ত' হাতকড়ি দিয়ে জেলে পোরা যেতে পারে। সে জানে কোন অপরাধে সে অপরাধী নয়—কখন-খুন খরাবি বা চুরি করবে না বা কারও ঘরেও আগুন দেবে না। কিন্তু ইচ্ছে না করে একান্ত আকস্মিকভাবে কোন অপরাধ করা কি সম্ভব নয়? তাছাড়া প্রতারণা বা এমনকি বিচার বিভ্রাট বলেও তো কথা আছে; আর বর্তমান বিচার ব্যবস্থায় বিচার বিভ্রাট ছাড়া আর কি হতে পারে? বিচারক, পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ এবং ডাক্তার বলে যারা পরিচিত তারা মানুষের দুঃখ যন্ত্রণাকে পুরাপুরি তাদের ধরাবাঁধা পেশাদারী দৃষ্টিতে দেখে। কালক্রমে এবং অভ্যাসে তারা এমন কঠিন ও নির্দয় হয়ে পড়ে যে ইচ্ছা করলেও আর মক্কেলদের প্রতি অন্য মনোভাব দেখাতে পারে না। এদিক থেকে কসাই খানার জহ্লাদ্দের সঙ্গে তাদের কোন পার্থক্য নেই। একবার এই পেশাদারী

নির্দ্দয় মনোভাব গড়ে তুলতে পারলে কোন নির্দোষ লোককে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত করতে একজন বিচারকের আর একটী মাত্র জিনিষের প্রয়োজন থাকে —সে হচ্চে সময় — চাকুরী বজায় রাখার জন্য গুটিকয়েক আনু-ষ্ঠানিক কাজ করতে যতটুকু সময়ের প্রয়োজন ঠিক ততটুকু। যে সমাজ অত্যাচারের প্রতিটী কাজকে যুক্তিযুক্ত ও সঠিক বলে মনে করে সেখানে ন্যায় বিচারের কথা ভাবা যায় কি!

পরদিন সকালে ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় আইভ্যান ডিমিট্রিচ ঘুম থেকে উঠলো। কপাল থেকে ঠাণ্ডা ঘাম টপ্ টপ্ করে পড়ছে, আর মনের মধ্যে ধারণা যে কোন মুহূর্তে সে গ্রেপ্তার হতে পারে। পূর্ব দিনের যন্ত্রনাদায়ক দুঃশ্চিন্তা কিছুতেই যায় না দেখে সে নিজের মনে বললো: নিশ্চয়ই এর একটা কোন কারণ আছে। কোন কারণ না থাকলে এ চিন্তা তার মাথায় ঢুকতো না। একজন পুলিশ ঘুরতে ঘুরতে তার জানালার পাশ দিয়ে গেল; অমনি তার মনে হলো: এর কারণ কি? দুজন লোক তার বাড়ির বিপরীত দিকে এসে চুপ করে দাঁড়াল। তার মনে প্রশ্ন উঠলো: ওরা চুপ করে আছে কেন?

দিন এবং রাত্রি আইভ্যান ডিমিট্রিচ্-এর দুঃসহ যাতনায় কাটতে সুরু করল। জানালার পাশ দিয়ে কেউ গেলে বা উঠানে কেউ প্রবেশ করলে তার মনে হয় গোয়েন্দা বা গুপ্তচর। জেলার পুলিশ ইন্সপেক্টর রোজ

দুপুরে গাড়ী করে তার সহরতলীর বাড়ি থেকে থানায় যান। কিন্তু আজ আইভ্যান ডিমিট্রিচ্ এর মনে হলো তিনি খুব জোরে গাড়ী চালাচ্ছেন এবং তার মুখে একটা অর্থপূর্ণ চাহনী। সহরে একজন বিপজ্জনক দুর্বৃত্ত রয়েছে—এই কথাটি ঘোষণা করার জন্যই যেন তিনি তাড়াহুড়া করে আসছেন। দরজার ঘন্টি বাজলে বা গেটে কোন শব্দ হলেই সে চকিত হয়ে ওঠে। বাড়িওয়ালীর কাছে কোন অপরিচিত লোক এলে সে অস্বস্তি বোধ করে। কোন পুলিশ বা সৈনিকের সাথে দেখা হয়ে গেলে স্বাভাবিক হবার জন্য মৃদু হাসে এবং শিষ দেয়। গ্রেপ্তার হবার ভয়ে সারা রাত বিছানায় জেগে থাকে,—কিন্তু বাড়িওয়ালী যাতে মনে করে ঘুমিয়েছে সেইজন্য জেগে থেকেই নাক ডাকে এবং ঘুমন্ত লোকের মত হাই তোলে; কারণ না ঘুমুলে লোকে কি এই সন্দেহ করবে না যে তার মনে একটা শয়তানী রয়েছে? ঘটনা ও সাধারণ বুদ্ধিতে সে ভাল করেই বোঝে তার ভীতি আজগুবী, অর্থহীন,—বিবেক পরিষ্কার থাকলে গ্রেপ্তার বা কারাদণ্ড এমন ভয়াবহ কিছু নয়। কিন্তু বিচার বিবেচনা যত যুক্তিপূর্ণ হয় ততই বেশী সে অস্থির হয়ে ওঠে। অবশেষে যুক্তিতর্ক ছেড়ে দিয়ে আতঙ্ক ও হতাশার কাছেই আত্মসমর্পন করে।

সে এখন সমাজ ছেড়ে নির্জনতা চায়। বেলিফ্-এর কাজ কোন দিন ভাল লাগতো না,—এখন একেবারে

অসহ্য হয়ে উঠল। ভয় হল কেউ হয়ত কুৎসিত চক্রান্ত করে তার অজ্ঞাতে পকেটের মধ্যে ঘুষ পুরে দিয়ে তাকে ধরিয়ে দেবে; হয়ত বা তার সরকারী কাগজপত্রের মধ্যে এমন ভুল ঢুকিয়ে দেবে যা জালিয়াতীর সামিল; স্বাধীনতা ও মর্যাদাহানির এমনি হাজার রকমের কাল্পনিক ভীতি! এদিকে পড়াশুনা ও বর্হিবিশ্বের প্রতি আগ্রহ এবং সেই সঙ্গে স্মৃতিশক্তিও কমে যেতে লাগল।

বসন্ত কালে কবরখানার বাইরে নর্দমার মধ্যে এক বৃদ্ধা ও একটি ছোট ছেলের মৃতদেহ পাওয়া গেল। শব দুটিতে পচন ধরেছে। এই শব দুটো আর অজ্ঞাত আততায়ীর আলোচনায় সারা শহর সরগরম হয়ে উঠল। লোকে যাতে না ভাবে সে-ই হত্যাকারী এ জন্য আইভ্যান ডিমিট্রি চ মুখে হাসি টেনে রাস্তায় চলে, পরিচিত কারও সাথে দেখা হলে বেশ জোর দিয়ে বলে—দুর্বল ও অসহায়কে হত্যা করার মত জঘন্য অপরাধ আর নেই। সব সময়ে এইরূপ কপট ব্যবহারে শীঘ্রই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল,—ভাবল এ অবস্থায় কোন মদের গুদামে লুকিয়ে থাকাই সব চেয়ে ভাল। মদের গুদামে দুইদিন একরাত থেকে হাড় পর্যন্ত হিম হয়ে উঠল। শেষে আর টিকতে না পেরে অন্ধকার হওয়ার পুর্বেই টুক্ করে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল। সারারাত কান খাড়া করে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকল। ভোর হবার ঠিক আগে

কয়েক জন ষ্টোভ মেরামতের মিস্ত্রী বাড়িওয়ালীর কাছে এলো। আইভ্যান ডিমিট্রিচ্ জানে ওরা রান্না ঘরের ষ্টোভ মেরামত করতে এসেছে। কিন্তু ভয় তাকে এমনি পেয়ে বসেছে যে তার মনে হল ওরা সবাই মিস্ত্রীর ছদ্মবেশে পুলিশের লোক। সে নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত লোকের মত রাস্তা দিয়ে ছুটতে শুরু করল। কুকুর গুলো ডাকতে ডাকতে তার পিছু নেয়, একটা লোক চিৎকার করতে থাকে,—কানে বাতাসের শন শন শব্দ বাজে—আইভ্যান ডিমিট্রিচ-এর মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত শক্তি যেন তার পিছনে সমবেত হয়ে তাকে ধরবার জন্য তাড়া করেছে।

আইভ্যানকে ধরে বাড়িতে আনা হল। বাড়িওয়ালী ডাক্তার ডেকে পাঠাল। ডাক্তার আঁদ্রে ইয়েফিমিচ ঠাণ্ডা সেক ব্যবস্থা করে যাবার সময় মাথা নেড়ে বাড়িওয়ালীকে বললেন·তিনি আর আসবেন না,—যারা উন্মাদ হতে চলেছে তাদের বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই। আইভ্যান ডিমিট্রিচ্-এর জীবন ধারণের এবং চিকিৎসা-পত্রের ব্যয় নির্বাহের টাকা কোথায়? কাজেই তাকে হাসপাতালে পাঠান হল। হাসপাতালে যৌন ব্যাধির ওয়ার্ডে একটা সিট্ মিলল। সেখানে রাত্রে সে ঘুমাত না, খিট্‌খিটে মেজাজ নিয়ে অন্য রোগীদের জ্বালাতন করত। পরে ডাক্তার আঁদ্রে ইয়েফিমিচ-এর আদেশে তাকে ৬নম্বর ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হল।

॥ চার ॥

আইভ্যান ডিমিট্রিচ এর বাঁদিকের প্রতিবেশী হল ইহুদী মোজেজ—যার কথা আগেই বলা হয়েছে। ডান দিকের বেড-এ থাকে একজন স্থূলকায় গোলগাল চাষী, যেমন অলস তেমনি পেটুক। চেহারায় একেবারে ক্যাবলা; চিন্তা বা অনুভূতি কাকে বলে তা সে বহুদিন আগেই ভুলে গেছে; গা থেকে দমবন্ধ হওয়া বিশ্রী গন্ধ বেরয় যেন একটা নোংরা জন্তু।

লোকটাকে দেখা শোনার দায়িত্ব নিকিটার; নিকিটা তার গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে লোকটাকে অমানুষিক প্রহার করে। তার এই বেদম মার খাওয়ার চেয়ে যে ভাবে এই মার হজম করে সেইটাই মর্মান্তিক। নিকিটার বেদম প্রহারে হতভম্ব পশুটার মুখে টু শব্দটি নেই—হাত পা নিশ্চল—চোখের পাতাটি পর্যন্ত পড়েনা; একটা ভারী পিপের মত দু'পাশে মৃদু মৃদু দোলে আর মার খায়।

৬ নম্বর ওয়ার্ডের পঞ্চম বাসিন্দা একজন সহরের লোক। পূর্বে ডাকঘরে মেলসর্টারের কাজ করত। লোকটা সরু, পাতলা,—চুলগুলি কটা রংয়ের, মুখে একটা মিষ্টি ভাবের সঙ্গে ঈষৎ ধূর্তভার ছাপ মেশান। তার বুদ্ধি-

দীপ্ত চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি দেখে মনে হয়, গুরুত্বপূর্ণ অথচ প্রিয় একটা কিছু যেন সে নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছে। বালিশ বা মাদুরের তলায় কিছু তার লুকান থাকে। কেউ চুরি কোরবে বা কেড়ে নেবে এ ভয়ে নয় লজ্জায় কাউকে সে তা দেখায় না। কখন কখন জানালার কাছে গিয়ে সবার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বুকে একটা কি ঝুলিয়ে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে। এই সময়ে তার কাছে কেউ গেলে সে বুকে ঝুলান জিনিষটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে এমন ভাব দেখাবে যেন ভয়ানক বিব্রত হয়ে পড়েছে। কিন্তু ওর এই গুপ্তধনটি কি তা বোঝা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়।

কোন সময় সে আইভ্যান ডিমিট্রিচকে বলে,—তুমি আমাকে অভিনন্দন জানাতে পার, আমার জন্য তারকা-খচিত দ্বিতীয় উপাধির সুপারিশ করা হয়েছে। তারকা-খচিত দ্বিতীয় উপাধি শুধু বিদেশীদের দেওয়া হয়, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ওরা ব্যতিক্রম কোরতে চায়।

একটু হেসে মাথা নেড়ে আবার বলে,—আমাকে স্বীকার করতেই হবে এতটা আমি আশা করিনি।

—আমি এ সবের কিছুই জানিনা। আইভ্যান ডিমিট্রিচ জবাব দেয়।

চোখ বাঁকিয়ে প্রাক্তন মেলসর্টার বলে চলে, —কিন্তু আজ হোক আর কাল হোক আমি কি পেতে যাচ্ছি তা তুমি জান। সুইডিস্ অর্ডার আমি পাবই। এ অর্ডারের জন্য

একটু কষ্ট করা চলে ; একটা সাদা ক্রুশ আর কাল ফিতে, —ভারি চকৎকার।

হাসপাতালের এই বাড়িটায় জীবন যেরূপ এক ঘেয়ে আর কোথাও এমন নয় বোধ হয়। সকালে পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটা আর মোটা কৃষকটি ছাড়া আর সব রোগী প্যাসেজে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড কাঠের গামলার মধ্যে মুখ হাত ধোয়। মোছার কাজটা নিজেদের গাউন দিয়ে সেরে নিতে হয়। এইবার চা খাওয়ার পালা। নিকিটা হাসপাতালের মেন বিল্ডিং থেকে চা নিয়ে আসে। প্রত্যেকেই পুরো এক মগ করে চা পায়। দুপুরের খাবার হ'চ্ছে টক্, শাক-সব্জীর ঝোল আর ভাত। দুপুর বেলার খাবারের পরিত্যক্ত অংশে নৈশ ভোজ হ'য়ে যায়। খাবার সময় ছাড়া অন্য সময় রোগীরা বিছানায় শুয়ে থাকে, ঘুমায়, জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকে অথবা ঘরের এদিকে থেকে ওদিকে পায়চারী ক'রে বেড়ায়।

৬নং ওয়ার্ডে নতুন মুখ বড় দেখা যায় না। ডাক্তার আর মানসিক রোগী ভর্তি করা অনেকদিন বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। বাইরের জগতের বেশী লোক উন্মাদ-আগার পরিদর্শন করতে চায় না। দুইমাসে একবার ক'রে নাপিত সেম্যিরন লাজারিক ওয়ার্ডে আসে। সে কি ক'রে রোগীদের চুল কাটে, নিকিটা কি ভাবে তাকে এ কাজে সাহায্য করে, আর নাপিতকে দেখামাত্র রোগীদের মধ্যে কিরূপ আতঙ্ক

ছড়িয়ে পড়ে সে সব আমরা বর্ণনা করবনা।

নাপিত ছাড়া আর কেউ হাসপাতালের এ বাড়িটায় আসে না। নিকিটার নির্ভেজাল সঙ্গসুখে রোগীদের দিনের পর দিন কেটে যায়। তবে ইদানিং একটা অদ্ভুত গুজব হাসপাতালে ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই বলাবলি করছে, ডাক্তার নাকি নিয়মিত ৬নং ওয়ার্ডে যেতে স্বুরু করেছেন।

॥ পাঁচ ॥

সত্যই অদ্ভুত গুজব!

ডাঃ অাঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ রাগিণ তার নিজের দিক থেকে একজন বিশিষ্ট লোক। ছেলেবেলায় নাকি ধর্মের প্রতি খুব ঝোক ছিল এবং ১৮৬৩ সালে হাইস্কুল ছেড়ে পাদ্রী হবেন বলেও নাকি স্থির করে ছিলেন। কিন্তু তার বাবা বেঁকে বসলেন বলে তা নাকি হয়নি। তার বাবা ছিলেন চিকিৎসক—সার্জ্জন। তিনি নাকি সোজা বলে বসলেন —পাদ্রী হলে ত্যজ্যপুত্র হতে হবে। এসব কথার মধ্যে কতখানি সত্যি আছে আমি জানি না, তবে অাঁদ্রে ইয়েফিমিচ্‌কে আমি প্রায়ই বলতে শুনেছি ডাক্তারি বা বিজ্ঞানের কোন বিশেষ শাখার বৃত্তি গ্রহণের কোন ইচ্ছা তার কখন ছিল না।

অাঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ চাষাদের মত শক্ত কাঠখোট্টা লোক। তার মুখ, দাড়ি, খাড়া চুল ও বেখাপ্পা কাঠামো দেখলে পথের পাশের সরাইখানার হৃষ্টপুষ্ট, কঠিন, জাঁদরেল মালিকের কথা মনে পড়ে। চোখ দুটো ছোট, নাকটা লাল, প্রশস্ত স্কন্ধ, দীর্ঘ বিশাল দুটো হাত আর পা; মনে হয় যেন শুধু ঘুষি মেরেই একটা ষাঁড়কে ফেলে দিতে পারে। কিন্তু সে হাঁটে খুব ধীরে, নরম পায়ে। চালচলনও খুব সতর্ক। সরু প্যাসেজের মধ্যে কারও মুখোমুখী পড়ে গেলে সেই প্রথমে শান্ত কোমল কণ্ঠে 'দুঃখিত' বলে পাশ কাটিয়ে পথ দেবে। ঘাড়ের উপর একটা ছোট টিউমার থাকায় শক্ত কলারের জামা পরতে পারে না বলে মোলাম নিলেন বা তুলোর সার্ট গায়ে দেয়। ডাক্তারের মত বেশভূষা আদৌ নয়। একটা স্যুট্ তার দশ বছর টেকে, রোগী দেখা, খাওয়াদাওয়া, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ সব চলে একই কোট গায় দিয়ে, এর মধ্যে কৃপণতা নেই; ব্যক্তিগত চেহারার প্রতি নিছক অবহেলা ছাড়া আর কিছু নয়।

অাঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ তার নতুন পদ গ্রহণের জন্য আমাদের সহরে যখন প্রথম আসে তখন দাতব্য প্রতিষ্ঠানটীর অবস্থা খুবই শোচনীয়। দুর্গন্ধে ওয়ার্ডে, করিডরে বা হাসপাতাল প্রাঙ্গনে নিঃশ্বাস নেওয়া দায়। হাসপাতালের ওয়ার্ডার, নার্স এবং তাদের বাড়ির লোকজন রোগীদের

সঙ্গে ওয়ার্ডেই ঘুমত, সকলেই অভিযোগ করত আরশুলা, ছারপোকা ও ইঁদুরের উৎপাতে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ইরিসিপ্লাস এ আক্রান্ত রোগী নেই—কখন এমন হয়নি। থার্মোমিটার নাই একটিও। সারা হাস-পাতালে ছোটখাটো অস্ত্রোপচারের দুটি মাত্র ছুরি। স্নানের টব গুলি ব্যবহৃত হয় আলু রাখার জন্য। সুপারি-নটেনডেণ্ট, মেট্রন ও সহকারী ডাক্তার রোগীদের খাদ্য চুরি করে। আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ এর আগে যে বুড়ো ডাক্তার ছিলেন তিনি নাকি হাসপাতালের বরাদ্দ স্পিরিট নিয়ে ব্যবসা করতেন এবং নার্স ও রোগীনীদের মধ্য থেকে বাছাই করে রীতিমত একটি হারেম তৈরী ক'রে রেখেছিলেন। শহরের লোকেরা হাসপাতালের এই জঘন্য অবস্থার কথা জানে—অনেকে আবার অতিরঞ্জিত করে বলেও ; কিন্তু কেউই এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেয় বলে মনে হয় না। কেউ কেউ আবার এই ব'লে সাফাই দিত যে হাসপাতালে যায় শুধু চাষা ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা। তাদের অভিযোগের কিছু থাকতে পারে না, কারণ বাড়িতে তাদের অবস্থা হাস-পাতালের চেয়ে অনেক খারাপ। অন্যেরা বলত—মিউনিসি প্যালিটীর সাহায্য ছাড়া সহরে কোন ভাল হাসপাতাল রাখা যায় না, খারাপ হ'লেও একটা আছে ত,—এতেই লোকের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। হাসপাতালটী প্রথম পরিদর্শন করেই আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ এই সিদ্ধান্তে এল যে এটী সমাজের

স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী একটি দুষ্ট প্রতিষ্ঠান। রোগীদের ছেড়ে দিয়ে হাসপাতাল বন্ধ করে দেওয়াই ঠিক কাজ হবে বলে তার মনে হল। কিন্তু নিজের মনে যুক্তিতর্ক ক'রে দেখল তা করতে হ'লে তার ইচ্ছা ছাড়াও কিছু দরকার; তারপর এতে কোন লাভ হবে না। এক জায়গা থেকে নৈতিক ও শারীরিক সমস্ত ক্লেদ ঝাটিয়ে দিলে অন্য জায়গায় গিয়ে তা নিশ্চয়ই জমা হবে। একে আপনা থেকে লোপ পাবার সময় দিতে হবে। তাছাড়া লোকে যখন হাসপাতাল খুলেছে এবং এ অবস্থা সহ্য করছে তখন বুঝতে হবে এর প্রয়োজনও তাদের রয়েছে। অজ্ঞতা কুসংস্কার এবং প্রতি দিনকার এই সব নোংরামী ও নীচতা—এও প্রয়োজনীয়; গোবর যেমন উর্বর মাটিতে পরিণত হয় তেমতি এসবও একদিন উপকারী জিনিষে রূপান্তরিত হবে। পৃথিবীতে ভাল যা কিছু গোড়ায় খারাপ থেকেই এসেছে।

কাজে যোগ দিয়ে আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ হাসপাতালের এই সব অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা নিয়ে হৈ চৈ করল না, শুধু নার্স ও ওয়ার্ডারদের ওয়ার্ডের মধ্যে রাত্রি যাপন না করতে বলল এবং অস্ত্রোপচারের জন্য এক জোড়া কাপবোর্ড আনাল। সুপারিণ্টেনডেণ্ট, মেট্রন, ইরিসিপ্লাস—সবই পূর্ববৎ রইল।

আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ জ্ঞান ও সততার একান্ত অনুরাগী হলেও নিজের চার পাশের জীবন সৎ ও বিচারসম্মত

বনিয়াদের উপর গড়ে তোলার মত চারিত্রিক দৃঢ়তা ও স্বাধিকারের প্রতি আস্থা তার নেই। কাউকে আদেশ দেওয়ার বা নিষেধ করার লোক সে নয়। কখনও গলা এতটুকু চড়াবেনা বা অনুজ্ঞাসূচক শব্দ ব্যবহার করবে না ব'লেই যেন প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'সে আছে।

'এটা দাও'—'ওটা আন' বলা তার পক্ষে খুব কঠিন, ক্ষিদে পেলে ইতঃস্তত ক'রে একটু কেশে রাধুনীকে বলে—চায়ের কি হল বা খাবারের কি হল? সুপারিণ্টেনডেণ্টকে চুরি বন্ধ করতে বলা, তাকে বরখাস্ত করা বা এই অপ্রয়োজনীয় পদটি তুলে দেওয়া একেবারেই তার শক্তির বাইরে। লোক মিথ্যা কথা বললে, তোষামোদ করলে বা মিথ্যা হিসাবে তার সই নেবার জন্য এসে দাঁড়ালে তার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠে; অপরাধীর মত সই করে দেয়। রোগীরা ক্ষিদে ও দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করলে বিব্রত হ'য়ে আমতা আমতা করে বলে—আচ্ছা, আমি দেখছি···নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল হয়েছে।

প্রথমদিকে আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ বেশ আগ্রহের সঙ্গে কাজ করত। প্রতিদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় অবধি রোগী দেখত; তার মধ্যে অপারেশন, এমন কি ডেলিভারী কেস্‌গুলি দেখাশুনাও আছে। মেয়েরা বলত—ডাক্তার খুব মনোযোগ দিয়ে রোগী দেখেন এবং তাঁর রোগ নির্ণয়ও চমৎকার, বিশেষ ক'রে স্ত্রীরোগ ও শিশুরোগের ক্ষেত্রে।

কিন্তু কিছুদিন যেতেই একঘেয়েমী ও কাজের অব্যবস্থায় সে হতাশ হ'য়ে পড়ল। একদিন যদি সে আউট-ডোরে তিরিশ জন রোগীকে দেখে, পরদিন সংখ্যা বেড়ে হবে পঁয়ত্রিশ জন, তারপর দিন চল্লিশ,— এমনি করে প্রতিদিন, প্রতিবৎসর বেড়েই চলে, সহরে মৃত্যুর হার কমে না; কেবলই নূতন রোগী আসতে থাকে। সকালে আউট ডোরে চল্লিশ জন রোগীকে ভাল ভাবে দেখা অসম্ভব। কাজেই সে সাধ্যমত করলেও তার কাজে ফাঁকি থাকতে বাধ্য। গুরুতর কেসগুলি হাসপাতালে ভর্তি ক'রে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে চিকিৎসা করাও সম্ভব নয়। কারণ নিয়ম কানুন যথেষ্ট থাকলেও বিজ্ঞানের বালাই নেই হাসপাতালে। অন্যান্য প্রশ্ন বাদ দিয়ে আর সব ডাক্তারের মত ঠিক নিয়ম মেনে কাজ করতে হ'লেও সর্ব প্রথম দরকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, আলো বাতাস, টক শাকসবজীর পরিবর্তে পুষ্টিকর খাদ্য, চোরগুলোর বদলে নির্ভরযোগ্য সহকারী।

তাছাড়া মৃত্যুই যখন জীবনের স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত পরিণতি তখন মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে লাভ কি? কোন দোকানদার বা কেরাণীকে যদি আরও পাঁচ দশ বৎসর বাঁচিয়ে রাখা যায় তা'হলে এসে যায় কি? ওষুধ দিয়ে যন্ত্রণা হ্রাস করাই যদি চিকিৎসার উদ্দেশ্য হয় তা' হলে এ প্রশ্নও ওঠে— যন্ত্রণা লাঘব করতে হবে কেন? প্রথমতঃ যন্ত্রণা মানুষকে পূর্ণতা লাভে সাহায্য ক'রে ব'লে

মনে করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, বড়ি ও পাউডার দিয়ে যন্ত্রণা দূর করতে শিখলে মানুষ ধর্ম ও দর্শন ত্যাগ করবে, অথচ এই ধর্ম ও দর্শনই এতকাল মানুষকে শুধু যে সকল আপদ থেকে রক্ষা করে আসছে—তাই নয় মানুষ এর মধ্যে আনন্দের সন্ধানও পাচ্ছে। পুশ্‌কিন তার মৃত্যুশয্যায় নিদারুণ উদ্বেগ ও যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। হাইন মৃত্যুর পূর্বে অনেক দিন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাহ'লে একজন আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্‌ বা কোন ম্যাট্রিওনা সাভিস্‌নার মত তুচ্ছ জীবন রোগ মুক্ত হবে কেন?

এইসব যুক্তিতর্কে জর্জরিত হয়ে আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্‌ একেবারে হতাশ হয়ে পড়ল এবং রোজ হাসপাতালে যাওয়া ছেড়ে দিল।

আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্‌-এর রোজকার কাজের রুটিন হ'ল এই :—সে সাধারণতঃ সকাল আটটায় ঘুম থেকে ওঠে, পোষাক পরিচ্ছদ পরে ও চা খায়; তারপর পড়াশুনা করে বা হাসপাতালে যায়। হাসপাতালের অন্ধকার অপ্রশস্ত বারান্দায় বাইরের রোগীরা ভর্তি হবার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। ওয়ার্ডারেরা শানবাঁধান মেঝের উপর বুটের খটাখট্‌ শব্দ করে দ্রুত আসা যাওয়া করে। একপাশে মৃত-দেহ এবং রোগীদের রাত্রের পাইখানার পাত্রগুলি জড় করা। শিশুদের চীৎকারে বারান্দায় হৈ চৈ প'ড়ে যায়। আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্‌ জানে এই পরিবেশ জ্বর, ক্ষয়রোগ ও স্নায়বিক

দৌর্বল্যের রোগীদের পক্ষে মারাত্মক। কিন্তু কি করা যাবে? রোগী দেখার ঘরে সহকারী সারগী সারগীচ্ তাকে অভিবাদন জানায়। ছোট,মোটাসোটা লোকটি, ভাল করে কামান পরিছন্ন মুখ, সহজ ভদ্র চালচলন। পরণে একটা ঢিলে নতুন স্যুট। দেখতে সহকারী ডাক্তারের চেয়ে সিনেটের সদস্যের মত। সহরে তার বিরাট পসার। মনে করে ডাক্তারের চেয়ে অনেক বেশী জানে ও বোঝে—ডাক্তারের ত বাইরে কোন প্র্যাক্টিসই নেই। রোগী দেখার ঘরে প্রকাণ্ড একটা বিগ্রহ, দেওয়ালে টাঙানো পাদ্রী ও ধর্মযাজকদের ছবি এবং শুকনো ফুলের মালা। সারগী সারগীচ্ ধর্মপ্রাণ লোক। সেই হাসপাতালে বিগ্রহটী প্রতিষ্ঠা করেছে, রবিবারে সে রোগীদের কাউকে উপসনার স্তোত্র পাঠ করতে বলে; তারপর ওয়ার্ড পরিদর্শনে বেরোয়।

রোগী অসংখ্য অথচ সময় কম, কাজেই ডাক্তারকে দুএকটি প্রশ্ন করেই ব্যবস্থাপত্র লিখতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মালিস আর ক্যাষ্টর অয়েল।

আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ রোগীদের প্রশ্ন করে আর হাতের উপর চিবুক রেখে কি যেন ভাবে। পাশে ব'সে সারগী সারগীচ্ দুই হাতর তালু একত্রে ঘস্‌তে থাকে আর মাঝে মাঝে দুএকটি কথা বলে।

—আমরা রোগে ভুগী এবং দারিদ্র্যে কষ্ট পাই তার কারণ আমরা আমাদের দয়ালু প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি না।

সারগী সারগীচ্ ব'লে ওঠে।

রোগী দেখার সময় আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ অপারেশন করে না, অপারেশনের অভ্যাস অনেক দিন থেকেই তার নেই। এখন রক্ত দেখলে মাথা ঘুরে যায়। কোন শিশুকে হা করিয়ে গলা দেখবার সময়ে শিশুটি কেঁদে উঠলে সে সহ্য করতে পারে না—চোখে জল আসে। তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা পত্র লিখে শিশুটিকে সরিয়ে নেবার জন্য তার মাকে ডাকে। রোগীদের শংকা, মূঢ়তা, উপসনাপ্রিয় সারগী সারগীচের উপস্থিতি, দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলি এবং তার নিজের প্রশ্ন যা আজ কুড়ি বছরেও এতটুকু পরিবর্তন হয় নি—এই সব মিলে ওাকে ক্লান্ত ক'রে তোলে। পাঁচ ছটা রোগী দেখেই সে বাড়ি চ'লে যায়। বাকীগুলিকে দেখে সহকারী সারগী সারগীচ্।

বাড়ি ফিরেই আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ বই নিয়ে বসে। বাইরে প্রাক্‌টিস নেই, কেউ বিরক্ত করবে না। ভেবে তার আনন্দ হয়। মাইনের অর্দ্ধেক টাকা যায় বই কিনতে, কোয়াটারের ছয় খানা ঘরের তিন খানাই বই ও পুরাতন পত্রিকায় ভর্তি। তার প্রিয় বিষয় হচ্ছে ইতিহাস ও দর্শন, মেডিকেল পত্রিকা একটি মাত্র রাখে—ফিজিসিয়ান; এক নাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা পড়েও ডাক্তারের ক্লান্তি হয় না। আইভ্যাস ডিমিট্রিচ্-এর মত দ্রুত সে পড়ে না। সে পড়ে ধীরে ধীরে ভেবে চিন্তে। বই এর শক্ত লাইন গুলি বা

নিজের পছন্দ মত স্থানগুলি বার বার পড়ে সে ভাবতে থাকে।

পড়ার সময়ে টেবিলের উপর ভড্‌কার বোতল এবং লবণ মিশোন শশার টুকরো বা কাটা আপেল থাকে। বই থেকে মুখ না তুলেই ডাক্তার প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর ভডকা ঢেলে নেয় এবং মুখে পুরে দেয় হু'এক টুকরো শশা।

তিনটের সময় রান্না ঘরের দরজার কাছে এসে একটু কেশে বলে—খাবারের কি হ'ল ডারিয়া ?

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ দুই বাহু যুক্ত করে ঘরের মধ্যে পদচারণা করে আর ভাবে। ঘড়িতে চারটে, পাঁচটা বেজে চ'লে আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ তখনও পদচারণা করছে আর ভাবছে। মাঝে মাঝে রান্না ঘরের দরজায় ক্যাচ্ করে শব্দ হয় আর সেই সঙ্গে মুহূর্তের জন্য বেরিয়ে আসে ডারিয়ার রক্তিম মুখখানি।

—আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্, আপনার বিয়ারের সময় হয় নি ? ডারিয়া জিজ্ঞাসা করে।

—না, আর একটু পরে, উত্তর দেয় ডাক্তার।

সন্ধ্যার দিকে আসে পোষ্ট মাষ্টার মিখাইল এ্যাভেরি য়ানিচ্। সহরে এই একটা মাত্র লোকের সঙ্গ আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্এর কাছে বিরক্তিকর মনে হয় না। মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ্ এক সময়ে ধনী জমিদার ছিল এবং অশ্বারোহী বাহিনীতে কাজ করতো। পরে দুরবস্থায় পড়ে বৃদ্ধ বয়সে তাকে পোষ্ট অফিসে চাকুরী নিতে হয়েছে।

বেশ স্ফূর্তিবাজ লোক। মুখে জমকালো সাদা গোঁফ, কেতাদুরস্ত আদবকায়দা, গলার স্বরটা চড়া হ'লেও মিঠে। রগচটা হলেও পোষ্ট মাষ্টার সহৃদয় ও সংবেদনশীল লোক। ডাকঘরে কেউ অভিযোগ জানাতে এসে তর্ক করলে আর রক্ষা নেই। পোষ্ট মাষ্টারের চোখমুখ লাল হ'য়ে উঠে—রাগে কাঁপতে কাঁপতে বজ্র কণ্ঠে হেঁকে উঠে—চুপ। সবাই জানে ডাকঘর বড় সাংঘাতিক জায়গা। মিথাইল এ্যাভেরিয়ানিচ্ আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্‌কে তার পাণ্ডিত্য ও উচ্চাদর্শের জন্য শ্রদ্ধা করে, কিন্তু আর সকলের কাছেই সে উদ্ধত—তাদের ছোট মনে করে।

ঘরে ঢুকে সে বলে,—এই যে। এলাম বন্ধু, তুমি কেমন আছ? আমাকে আর ভাল লাগছে না—না?

—না না মোটেই না, মোটেই না, তুমি ত' জান তোমাকে দেখলে সর্বদাই আমার কেমন আনন্দ হয়? উত্তর দেয় ডাক্তার।

দুই বন্ধু পড়ার ঘরের সোফায় বসে কিছুক্ষণ ধূমপান করে।

—আর একটু বিয়ার হবে কি ডারিয়া?

ডাক্তার জানতে চায়।

নীরবে প্রথম বোতল শেষ হয়। ডাক্তারকে বিষণ্ণ, চিন্তাকুল দেখায়। মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ খুব উল্লসিত হ'য়ে ওঠে—তার যেন একটা মজার খবর জানাবার আছে।

সাধারনতঃ ডাক্তারই আলাপ স্থুরু করে।

মাথাটা একটু নেড়ে বন্ধুর মুখের দিকে না তাকিয়ে (কারও মুখের দিকে সে কখনও তাকায় না) শান্ত ধীর-কণ্ঠে ডাক্তার বলে :

—চিত্তাকর্ষক ও গভীর কোন বিষয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছুক বা সক্ষম এমনএকজন লোকও সহরে নেই—এটা কি দুখের কথা নয়? এ আমাদের কাছে একটা মস্ত অভাব, এমনকি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরাও তুচ্ছ জিনিষের উর্দ্ধে উঠেনি, তাদের মানসিক স্তর নিম্নশ্রেণীর লোকদের থেকে এতটুকু উন্নত নয়।

—ঠিক, আমি সম্পূর্ণ একমত।

ডাক্তার তেমনি শান্ত কণ্ঠে ব'লে চলে :

—মানুষের মনের উন্নত আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি ছাড়া পৃথিবীতে আর সবকিছু তুচ্ছ, বাজে। মনই মানুষ এবং পশুর মধ্যে ব্যবধান টেনেছে, মানুষের স্বর্গীয় প্রকৃতির রূপ আমাদের কাছে তুলে ধরেছে। এই প্রতিজ্ঞা থেকে বিচার করলে আমরা বলতে পারি মনই আনন্দের একমাত্র সূত্র। আমরা আমাদের চারিদিকে মনের আকারে কিছু দেখিনা বা শুনিনা। তার অর্থ আমরা আনন্দ থেকে বঞ্চিত। আমাদের বই আছে সত্য, কিন্তু বই আলাপ আলোচনা বা ব্যক্তিগত যোগাযোগের স্থান নিতে পাবে না, বই ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত সঙ্গীত আর আলাপ আলোচনা সেই সঙ্গীত

গাওয়া।

—ঠিক—।

আবার নীরবতা। ডারিয়া রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে হাতের উপর কিছু রেখে দরজায় দাঁড়িয়ে কথা শোনে, মুখে একটা চাপা বোবা বেদনার অভিব্যক্তি।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলে মিথাইল এ্যাভেরিয়ানিচ বলল :

—তুমি কি মনে কর আজকাল মানুষের মন ব'লে কিছু আছে ?

তারপর সে পুরান দিনের কথা বলতে থাকে। তখন জীবনে স্ফূর্তি ছিল। পুরাতন রাশিয়ার শিক্ষিত লোকেরা সম্মান ও বন্ধুত্বের খুব উচ্চ মূল্য দিত। বিনা রসিদে টাকা ধার পাওয়া যেত, বিপদের সময়ে বন্ধুকে সাহায্য না করা মর্যাদাহানিকর বলে বিবেচিত হত।

পুরাতন রাশিয়ার যুদ্ধযাত্রা, দুঃসাহসিক অভিযান, সংঘর্ষ, বন্ধুত্ব, নারী আর ককেশাস্!······কি বিচিত্র দেশ! ···একজন সেনাপতির খিট্‌খিটে মেজাজের স্ত্রী রোজ সন্ধ্যায় অফিসারের পোষাক প'রে একাকী ঘোড়ায় চ'ড়ে পাহাড়ের উপর চলে যেত। লোকে বলত সেখানে এক পার্বত্য গ্রামে কোন এক যুবরাজের সঙ্গে নাকি তার কি একটা ব্যাপার চলত।

আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্‌ তার কথা না বুঝেও শোনে।

বিয়ার খেতে খেতে সে তখন অন্য কথা ভাবছে।

মিখাইল এ্যাভিরিয়ানিচকে বাধা দিয়ে হঠাৎ সে বলে ওঠে :

—আমি প্রায়ই শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোকদের কথা ভাবি এবং কল্পনায় তাদের সঙ্গে আলাপ করি। আমার বাবা আমাকে ভাল শিক্ষা দিয়েছিলেন সত্যি। কিন্তু ১৮৬০ সালের ভাবধারায় প্রভাবিত হ'য়ে তিনি আমাকে ডাক্তারী পড়তে বাধ্য করেন। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তার কথা না শুনলে এতদিনে আমি বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোভাগে এসে যেতাম। হয়ত আমি বিশ্ববিত্থালয়ের একজন অধ্যাপক হ'তাম। অবশ্য মন অবিনশ্বর নয়, অন্যান্য সবকিছুর মত ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু আমি পূর্বেই তোমাকে ব'লেছি কেন আমি মনকে এত উচ্চে স্থান দি। একজন চিন্তাশীল লোক সাবালকত্ব পেয়ে সচেতনভাবে চিন্তা ক'রতে সক্ষম হ'লে না বুঝে পারে না, সে এমন এক গোঁলক ধাঁধাঁয় আটকে পড়েছে যার থেকে উদ্ধার পাবার উপায় নেই, নিজের অস্তিত্বের অর্থ ও লক্ষ্য জানবার চেষ্টা করলে হয় সে কোন উত্তর পাবে না নতুবা যত রাজ্যের অসম্ভব আজগুবী কথা তাকে বলা হবে। সে রুদ্ধদ্বারে মাথা খুঁড়ে মরে কিন্তু কেউ দরজা খোলে না, তারপর মৃত্যু আসে—সেও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কয়েদীরা যেমন একই দুর্ভাগ্যের মধ্যে প'ড়ে একত্রে মিশতে পারলে

আনন্দ বোধ করে মানুষও তেমনি বিচার বিশ্লেষণ ও আলাপ আলোচনার জন্য পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তারা যে ফাঁদে আটকে আছে তা লক্ষ্য না করেই উচ্চ ভাব বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সময় কাটায়, এই দিক দিয়ে মন অতুলনীয় আনন্দের উৎস।

—খুব সত্যি।

বন্ধুর চোখ এড়িয়ে আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ কোমল কণ্ঠে, বুদ্ধিমান লোক এবং তাদের সঙ্গে আলাপ করার আনন্দ সম্পর্কে বলে যেতে থাকে আর মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ্ মনোযোগের সঙ্গে শোনে এবং 'খুব সত্যি' ব'লে সায় দেয়।

—কিন্তু তুমি কি আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস কর না? হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে পোষ্ট মাষ্টার।

—না, করি না বন্ধু; আমি বিশ্বাসও করি না— বিশ্বাস করার কোন কারণও দেখি না। সত্যি কথা বলতে কি এসম্পর্কে আমার নিজেরই সন্দেহ রয়েছে। আবার কি জান—আমার একটা ধারণা আমি কখনও মরব না, কখন কখন আমি নিজের মনে বলি, বুড়ো হয়েছি এখন মরার বয়স হল; কিন্তু কে যেন আমার কানে কানে বলে: ওকথা বিশ্বাস কর না, তুমি কখন মরবে না।

ন'টার পর মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ্ চ'লে যায়। যাবার সময় ভারী কোট্টা গায়ে দিয়ে হলের মধ্যে দাঁড়িয়ে

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলে ঃ

—নিয়তি আমাদের কী অন্ধকূপেই না ফেলে দিয়েছে আর সবচেয়ে মর্মান্তিক এই খানেই আমাদের মরতে হবে!

॥ সাত ॥

বন্ধুকে বিদায় দিয়ে আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ তার ডেস্কে ফিরে এসে আবার পড়া সুরু করল। নিস্তব্ধ রাত্রি। কোথাও এতটুকু শব্দ নাই। সময়ের গতি পর্যন্ত মনে হয় যেন থেমে গেছে। ডাক্তারের বই আর সবুজ শেডের বাতিটা ছাড়া দুনিয়ায় বুঝি আর কিছু নেই। মানুষের মনের প্রকাশ ও অভিব্যক্তির কথা চিন্তা ক'রে শ্রদ্ধায় আনন্দে ডাক্তারের মুখ ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। সে ভাবে ঃ কেন মানুষ অমর হয় না? মাটির সাথে মিশে যাওয়াই যদি শেষ পরিণতি, তা'হলে এই মস্তিষ্ক-কেন্দ্র, শিরদাঁড়া, চোখের দৃষ্টি, বাক্য, আত্মসচেতনতা, প্রতিভা—অকারণে এসব কেন? কি প্রয়োজন উচ্চ, স্বর্গীয় মনের অধিকারী মানুষকে বিস্মৃতির গহ্বর থেকে টেনে এনে এই ভাবে কাদায় পরিণত করে? পরিবর্তনের পদ্ধতি! অমরত্বের বিনিময়ে একথায় ভীরু ছাড়া কে সান্ত্বনা পেতে পারে? প্রকৃতির মধ্যে যে অচেতন

পদ্ধতির ক্রিয়া চলেছে তা মানুষের মূঢ়তার চেয়ে নিকৃষ্ট কারণ মূঢ়তার মধ্যে কিছুটা চৈতন্য ও ইচ্ছা রয়েছে। কিন্তু ঐ পদ্ধতির মধ্যে কিছুই নেই। আত্মমর্যাদাহীন ভীরুই ভাবতে পারে তার দেহ ঘাস, পাথর প্রভৃতির মধ্যে সজীব থাক্‌বে। পরিবর্ত্তনের মধ্যে অমরত্বের সন্ধান পাওয়া হাস্য-কর।

ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘড়ি বাজার শব্দ হয়। আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ মুহূর্তের জন্য ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়ে। এখন যে বইখানি পড়ছে তার উচ্চ ভাব তাকে অভিভূত করে ফেলে। অজ্ঞাতে সে নিজের জীবন—অতীত ও বর্তমান বিশ্লেষণ করতে সুরু করে।

অতীতের স্মৃতি বিরক্তিকর, ভাবতে ভাল লাগে না বর্তমানও ঠিক অতীতের মত। সে জানে সে যখন এইসব চিন্তা করছে তখন তার ঘরের কয়েক পা দূরে বড় বাড়িটায় লোকে নোংরামীর মধ্যে রোগে ভুগছে। ঠিক এই মুহূর্তে কেউ হয়ত বিছানায় জেগে পোকা মাকড়ের উৎপাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে, কেউ বা জোরে ব্যাণ্ডেজ বাধার জন্য যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে। কারো বা সবে ইরিসিপ্লাস হয়েছে। রোগীদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত নার্সদের সঙ্গে তাস খেলছে আর জোর ভড্‌কা চালাচ্ছে। গত বৎসর বার হাজার লোক প্রতারিত হয়েছে। চুরি, ঝগড়া, আড্ডা, স্বজনপোষণ এবং চিকিৎসার নামে নির্লজ্জ হাতুড়েগিরি

এই হল হাসপাতালের গোটা চিত্র; কুড়ি বছর আগে যেমনি ছিল ঠিক তেমনি, আজও এটী নাগরিকদের স্বাস্থ্যের পরিপন্থী একটি সম্পূর্ণ দুষ্ট প্রতিষ্ঠান। অঁাদ্রে ইয়েফিমিচ জানে ৬নং ওয়ার্ডে নিকিটা রোগীদের মারে এবং। মোজেজ রোজ রাস্তায় বেরিয়ে ভিক্ষে করে।

সেই সঙ্গে এও সে জানে, গত পঁচিশ বৎসরে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কী আশ্চর্যজনক উন্নতি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে তার মনে হয়েছিল চিকিৎসাবিদ্যা শীঘ্রই দর্শন ও রসায়ন শাস্ত্রের আদিম দশা পাবে। কিন্তু আজ এই গভীর রাত্রে সেই কথা ভেবে সে অবিভূত হ'য়ে পড়ল। কী অপ্রত্যাশিত সাফল্য, কী বিরাট বিপ্লব! এন্টিসেফটিক আবিষ্কৃত হওয়ায় আজ যেসব অপারেশন হচ্ছে মহান পিগোরভও তা অসম্ভব বলে মনে করতেন। মফঃস্বল সহরের সাধারণ ডাক্তার পর্যন্ত হাঁটুর জয়েণ্ট খুলছে পেট অপারেশনের পর শ'এ একজন মরে, পাথর আর রোগ বলেই গণ্য হয় না।

সিফিলিস্ একেবারে সেরে যায়। এছাড়া রয়েছে উত্তরাধিকারবাদ, টীকা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও সংখ্যাতত্ত্বের আবিষ্কার, মিউনিসিপ্যাল মেডিকেল প্রতিষ্ঠান, মানসিক রোগের আধুনিক শ্রেণী বিন্যাস, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার নতুন পদ্ধতি। অতীতের অবস্থা থেকে কী বিরাট উন্নতি! মানসিক রোগীদের আর ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে রাখা হয় না।

তারাও এখন মানুষের মত ব্যবহার পায়। পত্রিকায় দেখা যায় তাদের জন্য নাচ্ গানেরও ব্যবস্থা হয়েছে। আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ জানে তার হাসপাতালের ৬নং ওয়ার্ডটা আধুনিক দৃষ্টি ও রুচির কাছে কতখানি ঘৃণ্য। রেল ষ্টেশন থেকে দূরের সহরে, যেখানে মেয়র ও কাউন্সিলাররা অর্দ্ধ শিক্ষিত ডাক্তারকে দেবতার মত মনে করে—ডাক্তার রোগীর কানে গলান সীসা ঢেলে দিলেও যাদের বিশ্বাস অবিচলিত —সেইখানেই এরকমটা সম্ভব! অন্য কোথায়ও হ'লে জনসাধারণ ও সংবাদপত্র অনেকদিন আগেই ঐ নোংরা কয়েদখানাটীকে ধূলিসাৎ করত।

—কিন্তু লাভ কি?

চোখ বিস্ফারিত ক'রে ডাক্তার নিজের মনেই প্রশ্ন করে।

—এসবে কি সুফল হয়েছে? এন্টিসেফ্‌টিক, টীকা কোন মৌলিক পরিবর্ত্তন আনতে পারেনি। রোগ ও মৃত্যুর হার একরূপই রয়েছে। মানসিক রোগীদের জন্য থিয়েটার ও নাচগানের ব্যবস্থা হচ্ছে সত্য কিন্তু তাদের ছাড়া হয় না। কাজেই এ সবই হচ্ছে অর্থহীন। ভিয়েনার শ্রেষ্ঠ ক্লিনিকের সঙ্গে তার হাসপাতালের তেমন কোন পার্থক্য নেই।

হাতের নীচে মুখ রেখে সে বইএর পাতার উপর মাথাটা নুইয়ে দেয়, ভাবতে থাকে...

আমি অহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেছি।

লোককে ঠকিয়ে তাদের কাছ থেকে বেতন নিচ্ছি। কিন্তু আমি নিজে এককভাবে কিছু নই; আমি প্রয়োজনীয় সামাজিক দুর্নীতির একটী কণামাত্র। জেলার সকল অফিসারই দুর্নীতিগ্রস্থ; কিছু না করেই বেতন নেয়। সুতরাং আমার অসাধুতার জন্য আমি নিজে দায়ী নই—দায়ী এই যুগ। দুই শত বৎসর পরে জন্মালে আমি সম্পূর্ণ পৃথক লোক হতাম।

ঘড়িতে তিনটে বাজল। আলো নিভিয়ে ডাক্তার শোবার ঘরে গেল; কিন্তু চোখে তার ঘুম নেই।

॥ আট ॥

দুএক বছর আগে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ হঠাৎ সদয় হ'য়ে হাসপাতালের মেডিকেল ষ্টাফ-এর সংখ্যা বাড়াবার জন্যে বার্ষিক তিন শ' রুবল করে সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মিউনিসিপ্যালিটী নিজস্ব হাসপাতাল না খোলা পর্যন্ত এই ব্যবস্থা হ'ল। আঁদ্রে ইয়েফিমিচ-এর কাজে সাহায্য করার জন্য জেলার মেডিকেল অফিসার ইয়েভগেণী ফেডোরোভিচ খবোটভকে নিয়োগ করা হ'ল; নতুন ডাক্তার একেবারে যুবক। বয়স তিরিশএর কম। লম্বা, কালো, প্রশস্ত চিবুক, চোখ দুটো খুব ছোট। সে

একেবারে শূণ্য পকেটে আমাদের সহরে এল ; সঙ্গে একটা ট্রাঙ্ক এবং বাচ্চা কোলে একজন সাদাসিদে যুবতী স্ত্রীলোক ; ডাক্তার বলে এটী তার রাঁধুনী। ইয়েভগেণী ফেডোরোভিচ শীঘ্রই মেডিকেল এসিসট্যাণ্ট সারগী সারগীচ এবং ক্যাসিয়ারের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিল। ষ্টাফএর আর সবাইকে যে কারণেই হোক সে বলত অভিজাত এবং তাদের থেকে একটু দূরেই থাকত। তার সারা বাড়ি খুঁজলে একখানি মাত্র বই পাওয়া যেত—'ভিয়েনার ক্লিনিকের ১৮৮১ সালের সর্বশেষ ব্যবস্থাপত্র।' এই বইখানি সঙ্গে না নিয়ে সে কখনও রোগী দেখতে যেত না। সন্ধ্যায় ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলে, তাসএ ঝোঁক নেই ; নতুন ডাক্তার সপ্তাহে দুইদিন হাসপাতালে যায়। ওয়ার্ডগুলিতে রাউণ্ড দিয়ে আউটডোরের রোগী দেখে। হাসপাতালে এন্টিসেফটিক-এর নামগন্ধ নেই কিন্তু কাফিং গ্লাস আছে প্রচুর দেখে সে বিরক্ত হয়, কিন্তু আঁদ্রে ইয়োফমিচ কিছু মনেকরে এই ভয়ে কোন নতুন ব্যবস্থা চালু করতে এগিয়ে আসে না। সহকর্মী আঁদ্রে ইয়েফিমিচ যে শয়তান লোক তাতে তার সন্দেহ নেই ; ধারণা সে খুব ধনী, এবং গোপনে তাকে ঈর্ষাও করে ; আঁদ্রে ইয়েফিমিচএর পদটী পেলে সে যেন খুসীই হয়।

॥ নয় ॥

মার্চ্চএর শেষা-শেষি বসন্তের এক সন্ধ্যা। মাটীতে আর বরফ নেই। হাসপাতাল প্রাঙ্গনে পাখীরা গান করে বেড়াচ্ছে। ডাক্তার বন্ধু পোষ্টমাষ্টারকে বিদায় দিতে গেট অবধি এসেছে—ঠিক সেই সময় ইহুদী মোজেজ তার নিত্যকার সান্ধ্যভ্রমণ থেকে ফিরে হাসপাতালে ঢুকল, মাথায় টুপী নেই, পা খালি, হাতে একটা ছোট্ট থলি, তার হস্তে ভিক্ষার সামগ্রী। শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে আবার মুখেও হাসি। ডাক্তারকে দেখে বল্লেঃ

—আমাকে একটা পয়সা দেবে না ?

কি ক'রে না বলতে হয় আঁদ্রে ইয়েফিমিচ জানে না। একটী দু আনি তুলে তার হাতে দিল। তার খালি পা এবং শির বের করা পায়ের গেরোগুলির উপর ডাক্তারের চোখ পড়ল। —কী মর্মান্তিক ; এই দারুণ শীতে······

করুণায় এবং সেই সঙ্গে বিরক্তিতে মন ভ'রে গেল। মোজেজের পিছু পিছু সেও গিয়ে হাজির হ'ল ৬নং ওয়ার্ডে, ডাক্তারকে দেখে নিকিটা ময়লা-স্তুপের উপর থেকে লাফ দিয়ে নেমে খাড়া হ'য়ে দাঁড়াল।

—নিকিটা, ভাল ত ?

ডাক্তার তার মিঠে গলায় বলল ঃ

—আচ্ছা এই ইহুদীটাকে এক জোড়া বুট দিলে কেমন হয় ? ওর সর্দ্দি লেগে যেতে পারে।

—আজ্ঞে খুব ভাল হয়। আমি সুপারিনটেনডেণ্টকে বলব।

—হ্যাঁ ব'ল, আমার নাম করেই বল।

প্যাসেজ থেকে ওয়ার্ডের মধ্যে ঢোকার দরজা খোলাই ছিল। আইভ্যান ডিমিট্রিচ কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে বিছানায় শুয়ে কথা শুনছিল। মুহূর্তেই সে ডাক্তারকে চিন্‌ল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে ,উঠে দৌড়ে ঘরের মাঝখানে এল। মুখ লাল হয়ে উঠেছে চোখ ছুটো গর্তের মধ্যে জ্বলছে।

—ডাক্তার এসেছে!—চীৎকার ক'রে পরমুহূতেই সে হো হো করে হেসে উঠল।

—ভদ্র মহোদয়গণ! আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। অবশেষে ডাক্তারবাবু—আমাদের দেখতে এলেন।

নীচ্......শয়তান·· ···। তার কণ্ঠস্বর যেন আতঙ্ক-গ্রস্থ প্রাণীর আর্তনাদ। সমস্ত শরীরে একটা দারুণ উত্তেজনা।

—শয়তানকে খুন কর। না, খুন করলে ওর কোন শাস্তি হবে না, ওকে পায়খানার মধ্যে ফেলে দাও।

আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ দরজায় দাঁড়িয়ে ভিতরের দিকে ঝুঁকে শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করল ঃ

—কেন?

—কেন ? চীৎকার করে উঠল আইভ্যান ডিমিটি চ। চোখ পাকিয়ে, আস্তানা গুটিয়ে, গাউনের ঝুল কোমরে জড়াতে জড়াতে সে ডাক্তারের দিকে এগিয়ে গেল।

—কেন ?—তুমি একটি চোর। কণ্ঠে ঘৃণার স্বর। ঠোঁট দুটো এমন করে সঙ্কুচিত করল যেন থু থু ফেলবে।

আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ মৃদু হেসে বলল :—উত্তেজিত হয়ো না। আমি বলছি আমি কখনও কিছু চুরি করি না; বাকী জীবনেও সম্ভবতঃ করব না। তুমি দেখছি আমার উপর খুব রেগে গিয়েছ। শান্ত হয়ে বল তোমার এত রেগে যাওয়ার কারণ কি!

—তুমি আমাকে এখানে রেখেছ কেন ?

—কারণ তুমি অসুস্থ।

—হ্যাঁ আমি অসুস্থ! কিন্তু তোমরা এত অজ্ঞ যে স্বাভাবিক মানুষ থেকে পাগল চিনতে পার না বলে; শত শত পাগল স্বাধীনতা ভোগ করছে, তাহলে আমি আর এই হতভাগারাই বা কেন অন্যের পাপের জন্য এইখানে বন্ধ থাকব ? তুমি, তোমার সহকারী, ইন্সপেক্টর, হাসপাতালের নার্স, ওয়ার্ডার, ডোম, চাকরবাকর সবাই আমাদের যে কেউএর চেয়ে নৈতিক দিক থেকে অনেক—অনেক নীচে, তাহলে এখানে তোমরা না থেকে আমরা থাকব কেন ? এ কিরকম যুক্তি!

—এর সাথে নীতিবোধ ও যুক্তির কোন সম্পর্ক নেই। সব কিছুই ঘটনার উপর নির্ভর করে, যাদের এখানে রাখা হয়েছে তারা এখানে আটক থাকে, যাদের রাখা হয়নি তারা স্বাধীনতা ভোগ করে—ব্যস, আমি একজন ডাক্তার আর তুমি মানসিক রোগী—এর মধ্যে নৈতিকতা বা যুক্তি কিছু নেই! নিছক ঘটনা।

—তোমার এসব বাজে কথা আমি বুঝি না!

বিছানার পাশে বসে ফাঁকা গলায় আইভ্যাল ডিমিট্রিচ্ বলল।

একপাশে মোজেজ তার থলির ভিতর থেকে ছেড়া কাগজপত্র, হাড়গোড় সব বের করে ছড়িয়ে রেখেছে, যেন একটা দোকান পাতিয়েছে। আজ ডাক্তারের সামনে নিকিটা আর তাকে তল্লাসী করতে সাহস পায়নি। সে তখনও শীতে কাঁপছে। মুখে হিব্রুতে বিড়বিড় করে কি যেন বলছে।

—আমাকে ছেড়ে দাও।

আইভ্যান ডিমিট্রিচ এর কণ্ঠে অনুনয়ের স্বর।

—আমি তা পারি না।

—কেন তুমি পার না? কেন?

—কারণ সে স্বাধীনতা আমার নেই। আমি তোমাকে ছেড়ে দিলে কি লাভ হবে, একবার নিজের মনে ভেবে দেখ, ধর আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম কিন্তু সহরের লোকেরা

তোমাকে ধরে আবার এখানে নিয়ে আসবে।

—হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ। কপালে হাত বুলাতে বুলাতে আইভ্যান ডিমিট্রিচ বলল।

—উঃ কী সাংঘাতিক! আমি কি করি? বলত আমি কি করি?

তার কণ্ঠস্বর ও সজীব বুদ্ধিদীপ্ত মুখ আঁদ্রে ইয়েফিমিচকে বিচলিত করল। তাকে শান্ত করবার জন্য কিছু সহানুভূতির কথা বলতে তার ইচ্ছা হল। বিছানার পাশে বসে একটু ভেবে সে বলল:

—তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে কি করবে? তোমার সবচেয়ে ভাল হচ্ছে পালিয়ে যাওয়া। কিন্তু তাতে কোন ফল হবে না। তোমাকে আবার আটক করা হবে। সমাজ দুর্বৃত্ত, মানসিক রোগী এবং অন্যান্য বিরক্তিকর লোকদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষার সঙ্কল্প গ্রহণ করলে তা দুর্ভেদ্য। তোমার এখন একটিমাত্র করণীয় আছে—তা হচ্ছে এখানে তোমার উপস্থিতি যে দরকার এই কথাটা মেনে নেওয়া।

—তাতে কারও কোন লাভ নেই।

একটু থেমে ডাক্তার বলে:

—কয়েদখানা এবং উন্মাদ আগার বলে জায়গা যখন আছে তখন তা ভর্তি করার লোকও নিশ্চয় থাকবে, তুমি না হলে আমি; আমি না হলে আর কেউ, তবে দূর

ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যখন কয়েদখানা বা উন্মাদ আগার আর থাকবে না, লোহার গরাদের জানালা বা হাসপাতাল-গাউনের আর প্রয়োজন হবে না। আজ হোক কাল হোক সেদিন আসবেই।

আইভ্যাল ডিমিট্রি চ একটু হাসল—বিদ্রুপের হাসি, চোখ তুটো ছোট করে বলল :

—কিন্তু তোমার নিজের এবং তোমার অনুচর নিকিটার মত ভদ্রলোকদের ভবিষ্যৎ কি ? সে কথাটি ত' তুমি বললে না। নিশ্চিত যেন সুদিন আসবে, আমার কথা নিছক ভাবাবেগ বলে তোমার মনে হতে পারে। তুমি হাসতে পার। কিন্তু বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ নতুন জীবনের সুপ্রভাত আসবেই ; সত্যের জয় হবে এবং আমরাও আলোর মুখ দেখব। আমি অবশ্য দেখতে পাব না ; সে পর্যন্ত আমি মরে যাব, কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশধরেরা দেখবে। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমি তাদের স্বাগত জানাচ্ছি, তাদের জন্য হর্ষ প্রকাশ করছি। এগিয়ে চলো বন্ধু! ঈশ্বর তোমাদের সহায় হোন।

আইভ্যান ডিমিট্রি চ এর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জানালার দিকে ফিরে উঠে দাঁড়িয়ে আবেগ ও উত্তেজনাপূর্ণ কণ্ঠে সে বলে উঠল :

—এই সেই গরাদের অন্তরাল থেকে আমি তোমাদের শুভেচ্ছা পাঠাচ্ছি! সত্য দীর্ঘজীবী হোক!

—আমি উল্লসিত হবার কোন কারণ দেখি না।

আঁদ্রে ইয়েফিমিচ বলল।

আইভ্যান ডিমিট্রিচ-এর উল্লাস খানিকটা থিয়েটারী ঢঙএর মনে হলেও তার ভাল লাগল। সে বলল :

—কয়েদখানা ও উন্মাদ আগার আর থাকবে না এবং তুমি যাকে বলছ সত্য তার জয় হবে, কিন্তু কোন জিনিষেরই মৌলিক পরিবর্তন কিছু হবে না। প্রকৃতির নিয়ম একই থাকবে। মানুষ এখনকার মতই রোগে ভুগবে; বুড়ো হবে, মরবে। তোমার জীবন নবীন ঊষার নবারুণ রাগে যতই আলোকিত হোক না কেন একদিন তোমাকে কবরে যেতে হবে।

—কেন, অমরত্ব ?

—নিছক বাজে কথা।

—তুমি অমরত্বে বিশ্বাস কর না কিন্তু আমি করি। ডষ্টয়ভস্কী বা ভলটেয়ারও হতে পারেন বলেছেন ভগবান না থাক্‌লে মানুষ তাঁকে আবিষ্কার করত। আমারও দৃঢ় বিশ্বাস অমরত্ব বলে কিছু যদি না থাকে আজ হোক কাল হোক মানুষের মহান মন তা আবিষ্কার করবে।

—চমৎকার কথা !

আঁদ্রে ইয়েফিমিচ আনন্দে চীৎকার করে উঠল।

—তোমার বিশ্বাস আছে এটা ভাল। তোমার মত বিশ্বাস নিয়ে একজন চার দেওয়ালের মধ্যে বদ্ধ থেকেও সুখী

হতে পারে। কিন্তু তোমাকে শিক্ষিত লোক বলে মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি, তবে গ্রাজুয়েট হইনি।

—দেখছি তুমি চিন্তা করতে জান। যে কোন অবস্থায় তুমি তোমার চিন্তার মধ্যে সান্ত্বনা পেতে পার। চিন্তা—জীবনের সামগ্রিক রূপ উপলব্ধি করার বাধাহীন গভীর প্রচেষ্টা আর সেই সঙ্গে পৃথিবীর কর্মতৎপরতার যে অভিনয় চলেছে তার প্রতি চূড়ান্ত ঘৃণা—এই হল মানুষের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ। লৌহ প্রাচীরের মধ্যে আটক থেকেও তুমি এ পেতে পার, ডায়গিনিস একটা ব্যারেলের মধ্যে বাস করেও রাজার চেয়ে সুখী ছিলেন।

—তোমার ডায়গিনিস ছিল একটা আস্ত মূর্খ। তুমি আমার কাছে ডায়গিনিস ও জীবনের সামগ্রিকতার উপলব্ধি সম্পর্কে বলছ কেন?

হঠাৎ রেগে গিয়ে আইভ্যান ডিমিট্রিচ বলে ওঠে:

—আমি জীবনকে ভালবাসি—তীব্রভাবে ভালবাসি। আমি মানসিক রোগে ভুগছি। সব সময়ই ভীতি ও আতঙ্কে যন্ত্রণা পাচ্ছি; কিন্তু এমন সব মুহূর্ত আসে যখন জীবনকে পাবার জন্য আমি আকুল হয়ে উঠি। তার পরই ভয় হয় আমি পাগল হয়ে যাব। আমি বাঁচতে চাই—আমি বাঁচতে চাই।

উত্তেজনায় সে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল। একটু পরে কণ্ঠস্বর নামিয়ে বলল :

—কখন কখন আমি স্বপ্নের মধ্যে ভূতপ্রেত দেখি। লোকে আমাকে দেখতে আসে ; গান এবং কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। আমার মনে হয় আমি বনের মধ্যে বা সমুদ্রতীরে গিয়ে পড়েছি। আমি লোকালয়ে যেতে চাই, সেবা যত্ন পেতে চাই,···ওখানে কি হচ্ছে আমাকে বল—ঐ বাইরের জগতে।

—আমাদের সহর সম্পর্কে না সাধারণ ভাবে দুনিয়া সম্পর্কে জানতে চাচ্ছ ?

—বেশ আগে সহরের কথাই বল, তারপর পৃথিবী সম্পর্কে শোনা যাবে।

—আচ্ছা শোন। সহরে বিরক্তিকর একঘেয়েমী ছাড়া কিছুই নেই। এমন একটা লোক নেই যার সাথে কথা বলা যায় বা যার কথা শোনা যায়। নতুন লোক আসে না। তবে সম্প্রতি খবোটভ নামে একজন নতুন ডাক্তারকে এখানে পাঠান হয়েছে।

—হ্যাঁ আমি জানি, সে যখন আসে তখন আমি সহরে ছিলাম। একটা অভদ্র, ইতর....।

—লোকটা সুরুচি সম্পন্ন নয়। কি মজার ব্যাপার দেখ, বলা হয় আমাদের বড় বড় সহরের জীবন আবদ্ধ জীবন নয় ; সেখানে সাংস্কৃতিক কাজ কর্ম রয়েছে অর্থাৎ ধরে নিতে হবে

প্রকৃত মানুষ রয়েছে। কিন্তু যে ভাবেই হোক তারা যে নমুনাটি পাঠিয়েছেন সেটি আশানুরূপ নয়। অভিশপ্ত সহর।

—সত্যই অভিশপ্ত!

আইভ্যান ডিমিট্রিচ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল এবং তারপর একটু হাসল।

—পৃথিবীর খবর কি? কাগজে এবং পত্রিকাগুলিতে আজকাল কি লেখা হচ্ছে?

ওয়ার্ডের মধ্যে অন্ধকার হয়ে এসেছে। ডাক্তার উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আইভ্যান ডিমিট্রিচকে রুশিয়ার ও বিদেশের কাগজগুলিতে কি লেখা হচ্ছে এবং আধুনিক চিন্তাধারা কি বলে যেতে লাগলো।

আইভ্যান ডিমিট্রিচ মনোযোগ দিয়ে শোনে আর মাঝে মাঝে দুএকটি প্রশ্ন করে। হঠাৎ যেন ভয়ানক একটা কিছু মনে পড়েছে এমনি ভাবে সে মাথা চেপে ধরে ডাক্তারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

—তোমার কি ভাল লাগছে না? আঁদ্রে ইয়েফিমিচ জিজ্ঞাসা করে।

আইভ্যান ডিমিট্রিচ কর্কশ কণ্ঠে জবাব দেয়: আমার কাছ থেকে আর একটি কথা বের করতে পারবে না। আমাকে একাকী থাকতে দাও।

—কেন তোমার কি হল?

—আমি বলছি, আমাকে একাকী থাকতে দাও। কী

শয়তান।

একটা দীর্ঘঃশ্বাস ফেলে ডাক্তার চলে যায়। প্যাসেজ দিয়ে যেতে যেতে বলল :

—জায়গাটা আর একটু পরিষ্কার হলে ভাল হয় নিকিটা, বিশ্রী দুর্গন্ধ!

—আঁজ্ঞে হ্যাঁ—

বাড়ি ফেরার পথে আঁদ্রে ইয়েফিমিচ মনে মনে বলে—চমৎকার ছেলেটি! এত দিনে কথা বলার মত একটা লোক পেলাম,—বুদ্ধি, বিবেচনার সঙ্গে কথা বলতে জানে।

সে রাত্রে পড়তে ব'সে এবং পরে শুতে গিয়েও ডাক্তার আইভ্যান ডিমিট্রিচের কথা ভাবতে লাগল। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে পড়ল—একজন চমৎকার, বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। ডাক্তার সুযোগ পেলেই আর একবার ৬নং ওয়ার্ডে যাবে ব'লে ঠিক করল।

॥ দশ ॥

আইভ্যান ডিমিট্রিচ আগের দিনের মত একই ভঙ্গীতে বিছানায় শুয়েছিল। কপালের উপর হাত চাপা দেওয়া, হাঁটু গুটান। মুখ দেওয়ালের দিকে ফিরান।

—কেমন আছ বন্ধু? আঁদ্রে ইয়েফিমিচ জিজ্ঞাসা করল।

—তুমি ঘুমাও নি?

—প্রথমতঃ আমি তোমার বন্ধু নই। দ্বিতীয়তঃ তোমার কষ্ট করে লাভ নেই; আমার কাছ থেকে আর একটি কথাও তুমি বের করতে পারবে না।

বালিশ থেকে মুখ না তুলেই আইভ্যানডিমিট্রিচ বলে:

—আশ্চর্য! অনুচ্চ স্বরে ডাক্তারের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। একটু যেন অপমান বোধ করে সে।

—কাল আমাদের মধ্যে কেমন সুন্দর কথাবার্তা হচ্ছিল হঠাৎ তুমি রেগে গেলে আর একটি কথাও বল্লে না।...আমি নিশ্চয়ই এমন কিছু বলেছি যা তোমার বিশ্বাসের বিরোধী।

—তুমি কি আশা কর তোমার কথায় বিশ্বাস করব।

বিছানার উপর উঠে বসে ডাক্তারের দিকে বিদ্রুপের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আইভ্যান ডিমিট্রিচ বলে। তার চোখ লাল।

—গোয়েন্দাগিরি আর জেরা করতে হলে অন্য কোথাও যাও। আমার কাছ থেকে আর একটি কথা বের করতে পারবে না। আমি বুঝেছি কাল তুমি কেন এখানে এসেছিলে।

—কি অদ্ভুত ধারণা! তুমি আমাকে গোয়েন্দা মনে কর নাকি।

—হ্যাঁ, করি। তুমি গোয়েন্দা না হলে, আমার উপর নজর রাখার জন্য নিযুক্ত একজন ডাক্তার—ও একই কথা।

—ভাল। কিন্তু মাপ্ কর, তুমি দেখছি বেশ

মজার লোক !

ডাক্তার বিছানার পাশে একটি টুলে বসে বলতে লাগল :

—আচ্ছা, ধরা যাক তোমার কথাই ঠিক। মনে কর তোমাকে ধরিয়ে দিবার জন্যে আমি তোমার কাছ থেকে কথা আদায়ের চেষ্টা করছিলাম। তোমাকে ধরা হল— তোমার বিচার হবে। কিন্তু তুমি কি মনে কর আদালত বা কারাগার এর চেয়ে খারাপ হবে ? নির্বাসন বা সশ্রম কারাদণ্ড হলেও এখানকার চেয়ে দুর্বিষহ হবে। হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। তাহলে তোমার ভয় পাবার কি আছে ?

ডাক্তারের কথাগুলো আইভ্যান ডিমিট্রিচ এর মনে রেখাপাত করল। সে যেন একটু নরম হল।

চারটে বেজে গেছে। উজ্জ্বল, শান্ত অপরাহ্ণ। এই সময়টায় আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ সাধারণতঃ তার ঘরের মধ্যে পায়চারী করে আর ডারিয়া মাঝে মাঝে এসে জান্‌তে চায় তার বিয়ার খাবার সময় হল কি না।

ডাক্তার বলল :

—দুপুরে খাবার পর ঘরে পায়চারী করতে করতে মনে হল তোমাকে একবার দেখে আসি।...একটা সত্যিকার বসন্তের দিন।

—এটা কোন মাস ? মার্চ্চ ?

—হ্যাঁ—মার্চ্চএর শেষ।

—বাইরে কি খুব কাদা?

—না, খুব না, বাগানের পথগুলো শুকিয়ে গিয়েছে।

—এমনি দিনে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে সহরের বাইরে বেড়াতে যেতে হয়···।

সন্থ ঘুমথেকে ওঠা লোকের মত রক্তবর্ণ চোখ দুটো ঘষতে ঘষতে আইভ্যান ডিমিট্রিচ বলে:

—তারপর বাড়ি ফিরে গরম আরামপ্রদ একটি পড়ার ঘর এবং···আমার মাথাধরা সারাবার জন্য একজন ভাল ডাক্তার ডেকে আনা···মানুষের মত বাঁচা কাকে বলে আমি ভুলে গিয়েছিল। এমন নোংরা এই স্থানটা! অসহ্য নোংরা!

আগের দিনের উত্তেজনায় সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কথাগুলো যেন তার অনিচ্ছায় মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। আঙ্গুলগুলো কাঁপছে—মুখ দেখলে বোঝা যায় মাথায় ভয়ানক একটা যন্ত্রণা হচ্ছে।

—গরম আরামদায়ক পাঠ-গৃহ আর এই ওয়ার্ডের মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

আঁদ্রে ইয়েফিমিচ বলে ওঠে,—মানুষকে নিজের অন্তরের মধ্যে, শান্তি ও তৃপ্তি পেতে হবে, বাইরের জগতে নয়।

—তার মানে?

—সাধারণ মানুষ বাইরের জিনিষের মধ্যে যেমন

একখানা গাড়ী, একটি পড়ার ঘর —এই সবের মধ্যে ভাল মন্দ খোঁজে; কিন্তু চিন্তাশীল লোক খোঁজেন তার অন্তরের মধ্যে।

—যাও গ্রীস্‌এ গিয়ে তোমার দর্শন প্রচার কর। সেখানে আবহাওয়া গরম, বাতাসও কমলার সুগন্ধে ভরপুর। আমাদের দেশের আবহাওয়ায় ও জিনিষ সহ্য হবে না। আমাকে ডায়গিনিস এর কথা কে বলছিল ? তুমি না ?

—হ্যাঁ, কাল।

—ডায়গিনিস্‌এর পাঠ-গৃহ বা গরম ঘরের দরকার হয়নি, কারণ যে করেই হোক সেখানকার আবহাওয়া গরম ছিল। কমলা এবং জলপাই খেয়ে তিনি তাঁর পিঁপের মধ্যে আরামেই থাকতে পারতেন। কিন্তু রাশিয়ায় থাকলে শুধু ডিসেম্বর মাসেই নয় মে'তেও তা'কে ঘরের মধ্যে একটু আশ্রয় পাবার জন্য লোকের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াতে হত। শীতে তাঁর দেহ কুঁচকে তালগোল পাকিয়ে যেত।

—মোটেই না। আর সব কষ্টের মত শীতও উপেক্ষা করা যায়। মারকাট আরেলিয়াস্ বলেছেন : ব্যথা হচ্ছে ব্যথার জীবন্ত ধারণা। ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করে তুমি এই ধারণা বদলাতে পার, হা-হুতাশ বন্ধ করতে পার। দেখবে ব্যথা আর নাই। তিনি ঠিকই বলেছেন ঋষি ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা দুঃখ, যন্ত্রণাকে ঘৃণা করেন। তারা সর্বদাই সন্তুষ্ট, কোন-কিছুতেই বিস্ময় বোধ করেন না।

—তাহলে আমি নিশ্চই একটা মূর্খ। কারণ আমি কষ্ট পাচ্ছি, অসন্তোষ পোষণ করছি এবং মানুষের নীচতা দেখে সব সময়ই বিস্মিত হয়ে আছি।

—এ তোমার ভুল। প্রত্যেক জিনিষের মূল অনুধাবনের চেষ্টা কর, দেখবে বাইরের যে সব জিনিষ আমাদের উত্তেজিত করে তা কত তুচ্ছ। জীবনকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। সেই একমাত্র সম্পদ।

—জীবনকে বোঝা···। বিছানা থেকে উঠে ক্রুদ্ধ চোখে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে আইভ্যান ডিমিট্রিচ্ বলে যেতে লাগলো ঃ

—অন্তর, বাহির····· মাফ্ কর আমি এসব বুঝি না। আমি যা বুঝি, তাহ'চ্ছে এই—ভগবান আমাদের উষ্ণ রক্ত আর শিরা উপশিরা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। ইন্দ্রিয়-সম্ভূত দেহ ; কাজেই এর কোন শক্তি থাক্‌লে উত্তেজনায় এর মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। আমার মধ্যেও দেয়। যন্ত্রণায় আমি কাঁদি, চীৎকার করি। নীচতা, শয়তানি দেখলে ঘৃণা হয়, বিরক্তি বোধ করি। ওগুলির ক্ষেত্রে এই হ'ল আমার প্রতিক্রয়া ; আমি মনে করি এই জীবন। দৈহিক গঠনের উপাদানগুলি যত নিম্নস্তরের হবে সংবেদনশীলতাও তত কম্‌বে এবং উত্তেজনায় প্রতিক্রিয়াও হ্রাস পাবে। উপাদানগুলি ভাল হ'লে সংবেদনশীলতাও যেমন বাড়বে প্রতিক্রিয়াও হবে

তেমনি তীব্র। তুমি এসব জান না, তা কি করে হয়? একজন ডাক্তার এই প্রাথমিক্ জিনিষগুলোও জানে না! দুঃখকষ্টকে ঘৃণা করে, কোন কিছুতেই অবাক না হ'য়ে, সব সময় সন্তুষ্ট থাকতে হ'লে এই পর্যায়ে আসা দরকার।

বলেই আঙ্গুল দিয়ে পাশের স্থূলকার চাষাটাকে দেখিয়ে দিয়ে সে আবার বলে চলল :

—অথবা দুঃখ কষ্টের পেষণে এমন অবস্থায় আসা দরকার যাতে অনুভূতি নষ্ট হ'য়ে যায়,—অন্য কথায় বেঁচে থাকা নয়। মাফ্ কর আমি ঋষি বা দার্শনিক নই। আমি ওসব কথা কিছু বুঝি না, তর্ক করার মত লোকই আমি নই।

—কিন্তু তুমি খুব ভাল তর্ক কর।

—তুমি যে বিষয়-বিরাগীদের তত্ত্বকথা কপচাচ্ছ তারা বিশিষ্ট লোক ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের দর্শন জড়, এই দু'হাজার বৎসরে এক ইঞ্চিও এগোয়নি, এগুতে পারে না, কারণ অবাস্তব। পড়াশুনা আর বিভিন্ন তত্ত্বের আস্বাদন নিয়ে যারা জীবন কাটায়—সমাজের সেই মুষ্টিমেয় লোকের কাছে এ দর্শন প্রিয় কিন্তু অধিকাংশ লোক এ বোঝে না। যে দশন সম্পদ ও সম্ভোগের প্রতি উদাসীন হতে বলে, দুঃখ যন্ত্রণা ও মৃত্যুকে ঘৃণা করতে শেখায় তা সংখ্যাধিক্যের আদৌ বোধগম্য নয়। তাদের কাছে দুঃখ কষ্টকে ঘৃণা করার অর্থ হ'ল মৃত্যুকে

ঘৃণা করা। কারণ ক্ষুধা, শীত, দুঃখকষ্ট ও শোকের অনুভূতি এবং মৃত্যুর আতঙ্কই হ'ল মানুষের অস্তিত্ব। এই অনুভূতিগুলো দিয়েই মানুষের সমগ্র জীবন গঠিত। জীবন বিরক্তিকর, দুর্বিষহ হলেও কেউ ঘৃণা করে না। তাই আমি আবার বলছি, এ সব বিরাগী দার্শনিকদের শিক্ষার কোন ভবিষ্যৎ নেই। স্মরণাতীত কাল থেকে আজ পর্যন্ত অগ্রগতি দেখা গেছে যা কিছুর সে হচ্ছে সংগ্রামের ক্ষমতা, বেদনার অনুভূতি এবং উত্তেজনায় প্রতিক্রিয়ার শক্তি।

আইভ্যান ডিমিট্রিচ হঠাৎ তার যুক্তির সূত্র হারিয়ে ফেলে থেমে গেল। বিরক্ত হয়ে কপালটা রগড়ে বলল ঃ

—আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলতে চাইছিলাম, কিন্তু খেই হারিয়ে গেল। আমি কি বলছিলাম ? ও হ্যাঁ আমি যা বলতে চাইছিলাম তা হচ্ছে এই : তোমার ঐ বিরাগীদের একজন তার প্রতিবেশীকে মুক্ত করতে নিজে কৃতদাসত্ব বরণ করেছিলেন ; কাজেই দেখ তিনি উত্তেজনায় সাড়া দিয়েছিলেন। কারণ অন্যের জন্য নিজের সত্বা ধ্বংস করার মত মহান কাজ করতে হলে ঘৃণা ও করুণা বোধ করতে সক্ষম একটি মনও অবশ্যই চাই। খৃষ্টের কথাই ধর। খৃষ্ট কেঁদে, হেসে, রেগে,শোক করে বাস্তবের প্রতি সাড়া দিয়েছিলেন। হাসি মুখে তিনি দুঃখের সম্মুখীন হননি, মৃত্যুকে ঘৃণা করেন নি ; বরং বিষ যাতে ঠিকমত গলায় ঢোকে গেথে সেমেনের উদ্যানে সেই প্রার্থনাই জানিয়েছিলেন।

একটু হেসে আইভ্যান ডিমিট্রিচ বসে পড়ল।

—ধরা যাক তোমার কথাই ঠিক। শান্তি ও তৃপ্তি মানুষের ভিতরের জিনিষ বইয়ের নয়; দুঃখকে ঘৃণা করা এবং কোন কিছুতেই বিস্মিত না হওয়া উচিত। কিন্তু তোমার এই তত্ত্ব প্রচারের কি অধিকার আছে? তুমি ঋষি না দার্শনিক?

—না, আমি দার্শনিক নই, তবে প্রত্যেকেরই এ তত্ত্ব প্রচার করা উচিত—কারণ এ যুক্তিসম্মত।

—ও:, কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য তুমি নিজেকে জীবনোপলব্ধি, দুঃখ কষ্টের প্রতি ঘৃণা এবং অনুরূপ সব তত্ত্বের পণ্ডিত বলে মনে কর কেন? তুমি কি কখনও কষ্ট ভোগ করেছ? দুঃখ কাকে বলে তার এতটুকু ধারণা কি তোমার আছে? মাফ কর, একটা কথা তেমাকে জিজ্ঞাসা করছি—ছেলেবেলায় কখনও মার খেয়েছ?

—না, আমার বাপ মা দৈহিক শাস্তি পছন্দ করতেন না।

—কিন্তু আমার বাবা আমাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করতেন। তিনি অফিসার ছিলেন। ভয়ানক রাগী, লম্বা নাক, গলাটা হলদে। প্রায়ই অর্শে ভুগতেন। যাক্‌গে, তোমার কথাই হোক, সারা জীবন কেউ তোমাকে কড়ে আঙ্গুলটি দিয়ে স্পর্শ করেনি, ভয় দেখায়নি, অত্যাচার করেনি। ঘোড়ার মত শক্তি তোমার গায়। বাবার আশ্রয়ে মানুষ

হয়েছ। তার টাকায় লেখাপড়া শিখে একটা মোটা চাকুরী পেয়েছ, কুড়ি বছরেরও উপর একটি সুন্দর আলোবাতাসযুক্ত বাড়ি ভোগ করছ। চাকর রেখেছ, নিজের খুসীমত কাজ করা না করার অধিকার আছে। তুমি প্রকৃতিতেই অলস, নিষ্ক্রিয় লোক। সেই জন্য জীবন এমন ভাবে সংগঠনের চেষ্টা করেছ যাতে ঝামেলা এড়ান যায়। সহকারী ও আর শয়তানগুলোর হাতে নিজের কাজের ভার ছেড়ে দিয়ে দিব্যি আরামে ও শান্তিতে দিন কাটাচ্ছ। টাকা পয়সা জমাচ্ছ, পড়াশুনা আর যত রাজ্যের বাজে সূক্ষ্ম তত্ত্ব কপচিয়ে চিত্ত বিনোদন করছ এবং

আইভ্যান ডিমিট্রিচ একবার ডাক্তারের রক্তিম নাকের উপর দৃষ্টি ফেলেই আবার সুরু করল :

—মদ খাচ্ছ, এক কথায় তুমি জীবনের কিছুই দেখনি, কিছুই জান না। বাস্তবতা সম্পর্কে তোমার শুধু পুঁথিগত জ্ঞান আছে। তুমি দুঃখকে ঘৃণা কর, কোন কিছুতেই বিস্মিত হওনা তার কারণ খুব সরল। তোমার দর্শন, জীবন দুঃখ ও মৃত্যুর প্রতি ঘৃণা, জীবনের সামগ্রিক উপলব্ধি, প্রকৃত আশীর্বাদ ইত্যাদি অন্য যে কেউএর চেয়ে রাশিয়ার অলস লোকদেরই মানায় ভাল। ধর, তুমি দেখলে একজন চাষা তার স্ত্রীকে মারছে, কেন ঠেকাবে ? তাকে মারতে দাও, ওরা দুজনেই আজ হোক কাল হোক মারা যাবে। তাছাড়া চাষাটা ত নিজেরই অধঃপতন টেনে

আনছে—তার স্ত্রীর নয়। মদ খাওয়া অশোভন ঠিক, কিন্তু যারা মদ খায় আর যারা খায় না দুই-ইত মরবে ; তোমার কাছে একজন স্ত্রীলোক দাঁতের ব্যথা নিয়ে এল···তাতে আর কি হয়েছে ! ব্যথা, আমাদের ব্যথার ধারণা ভিন্ন কিছু না—তাছাড়া বিনা রোগে বাঁচা আমরা আশা করতে পারি না, আমরা সকলেই মরব ; কাজেই তুমি পথ দেখ, আমাকে শান্তিতে মদ খেতে ও চিন্তা করতে দাও। একজন যুবক তোমার কাছে এসে জানতে চাইল—সে কি করবে, কি করে জীবন কাটাবে। অন্য কাউকে উত্তর দেবার আগে ভাবতে হবে, কিন্তু তোমার উত্তর তৈরী রয়েছে। জীবনোপলব্ধির জন্য বা প্রকৃত আশীর্বাদ লোভের জন্য চেষ্টা কর। ।কন্তু তোমার এই রহস্যময় ' প্রকৃত আশীর্ব্বাদ" বস্তুটী কি ? এ প্রশ্নের অবশ্য কোন উত্তর নেই ! আমাদের এখানে আটকে রাখা হয়েছে, প্রহার করা হচ্ছে। এইখানে পচে, গলে আমরা শেষ হব। এসবই চমৎকার, যুক্তিযুক্ত কারণ এই ওয়ার্ড এবং একটি আরামপ্রদ গরম পাঠগৃহের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বড় সুবিধা জনক দর্শন! কিছুই করার নেই, বিবেক তোমার পরিষ্কার এবং নিজেকে তুমি মনে কর ঋষি···না মশাই, এ দর্শন বা চিন্তা নয়, উদার দৃষ্টি ভঙ্গীও একে বলে না। এ হল নিছক অলসতা, অদৃষ্টবাদ, মানসিক—হ্যাঁ তাই।

আইভ্যান ডিমিট্রিচ আরও জোরে বলে উঠল :

—তুমি যন্ত্রণাকে ঘৃণা কর; কিন্তু দরজার ফাঁকে তোমার আঙুল চাপা পড়লে বোধহয় তুমি চেচিয়ে আর্তনাদ করে উঠবে?

—বোধ হয় না। মৃদু হেসে আঁদ্রে ইয়েফিমিচ বলল।

—হয়ত ঠিক তখনই করবে না। কিন্তু তুমি যদি হঠাৎ পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে পড় কিংবা কোন আকাট মূর্খ বা ইতর লোক তার পদমর্যাদার সুযোগ নিয়ে তোমাকে প্রকাশ্যে অপমান করে এবং তোমার জানা থাকে যে এজন্য তার কোন শাস্তি হবে না—তা হলেই বুঝবে মানুষকে জীবনোপলব্ধি ও প্রকৃত আশীর্বাদের উপদেশ দেওয়ার অর্থ কি।

—মৌলিক গবেষণাই বটে! স্ফূর্তির হাসি হেসে আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ বলে ওঠেঃ

—তুমি এই মাত্র আমার চরিত্রের যে বর্ণনা দিলে তা সত্যিই চমৎকার। যাই বল না কেন তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। আচ্ছা, তোমার কথা ত শুনলাম, এইবার আমার বক্তব্য শোন।

॥ এগার ॥

প্রায় একঘণ্টা ধরে তারা কথাবার্তা বলল। আলোচনা আঁদ্রে ইয়েফিমিচএর মনে গভীর রেখাপাত করে, এখন সে

রোজই ৬নং ওয়ার্ডে আসে, কোনদিন সকালে কোনদিন দুপুরে খাবার পর। আইভ্যান ডিমিট্রিচ্‌এর সঙ্গে কথা বলতে বলতে প্রায়ই সন্ধ্যা হ'য়ে যায়। প্রথমে আইভ্যান ডিমিট্রিচ্‌ ডাক্তারের কাছ থেকে দূরেই থাকত, সন্দেহ হ'ত ওর একটা কিছু কুমতলব আছে। প্রকাশ্যে বিরক্তিও প্রকাশ করত, পরে স'য়ে গেল। গলার কর্কশ স্বর পরিহাসে পরিণত হল।

শীঘ্রই হাসপাতালে গুজব র'টে গেল ডাক্তার আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্‌ নিয়মিত ৬নং ওয়ার্ডে যাচ্ছেন। তার সহকারী ডাক্তার, প্রহরী নিকিটা বা নার্সেরা কেউই বুঝতে পারে না কেন সে ওখানে যায়, অত সময় থাকে, কি বলে কেনই বা সে একটা প্রেসক্রিপশন লেখে না। তার চালচলন অদ্ভুত মনে হয়। মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ্‌ এসে ইনানীং প্রায়ই তাকে বাড়ি পায় না। ডারিয়াও বুঝতে পারেনা কি করবে, আজকাল ডাক্তারের বিয়ার খাবার সময় ঠিক থাকেনা। রাত্রেও কখন কখন খেতে দেরী হয়ে যায়।

জুন মাসের শেষের দিকে একদিন ডাঃ খবোটভ, কি একটা কাজে—আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্‌এর সঙ্গে দেখা করতে গেল, তাকে বাড়িতে না পেয়ে হাসপাতালে খুঁজতে গিয়ে শোনে ডাক্তার ৬নং ওয়ার্ডে গেছে। খবোটভ ৬নং ওয়ার্ডের দিকে গেল, প্যাসেজে ঢুকে সে থামল, শুনতে পেল ভিতরে কথাবার্ত্তা হচ্ছে ঃ

—আমরা কখন একমত হব না—তুমি কখন আমাকে তোমার মতে টানতে পারবে না।

আইভ্যান ডিমিট্রিচ্ বলছে :

—তুমি বাস্তবতার কিছুই জান না, তুমি কখন দুঃখ ভোগ করোনি, পরগাছার মত অপরকে শোষণ করে তুমি বেঁচে আছ। কিন্তু আমি জন্মের দিন থেকে শুধু দুঃখই ভোগ করে আস্‌ছি। কাজেই আমি তোমাকে সোজা-সুজি বলতে চাই, আমি মনে করি সবদিক থেকেই আমি তোমার চেয়ে বড় ও যোগ্য, আমাকে শিক্ষা দেবার অধি-কার তোমার নেই।

—তোমাকে নিজের মতে টানবার এতটুকু ইচ্ছা আমার নেই।

শান্ত অথচ খেদের সুরে আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ জবাব দিল :

—সেটা কোন কথা নয় বন্ধু। দুঃখ এবং আনন্দ দুই-ই ক্ষণস্থায়ী। এ আমরা উপেক্ষা করতে পারি, তাতে কিছু যায় আসে না। কথা হচ্ছে তুমি এবং আমি চিন্তা করতে পারি। আমরা পরস্পরের মধ্যে চিন্তা ও তর্ক করতে সক্ষম ব্যক্তিসত্বা দেখতে পাচ্ছি। এইটাই আমাদের মধ্যে সহানুভূতি সৃষ্টি করছে—মতের পার্থক্য যাই হোকনা। সার্বজনীন পাগলামী ও মূঢ়তা দেখে আমি যে কী পীড়া অনুভব করি আর এইখানে তোমার সঙ্গে আলাপ করে যে কী আনন্দ পাই তা যদি

তুমি বুঝতে বন্ধু! তুমি বুদ্ধিমান, সেইজন্যই তোমার সঙ্গ আমাকে এত আনন্দ দেয়।

খবোটভ্ দরজার একটা পাল্লা ঈষৎ ফাঁক করে উঁকি মারল। নৈশ টুপী পরে আইভ্যান ডিমিট্রিচ্ বিছানার উপর বসে আর তার পাশে ডাক্তার। পাগলের মুখে বিরক্তির ভাব। সব সময় একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করছে আর গাউনের দাড়িটা কোমরে জড়াচ্ছে। ডাক্তার মাথা নিচু করে স্থাণুর মত বসে। মুখে একটা অসহায় শোকাতুর ভাব। খবোটভ একটু হেসে মাথা নাড়ল, তারপর নিকিটার দিকে তাকাল। নিকিটাও একটু মাথা নাড়ল।

পরদিন খবোটভ মেডিকেল এসিসট্যাণ্টকে সঙ্গে আনল। প্যাসেজে দাঁড়িয়ে তারা ভিতরের কথাবার্তা শুনতে লাগল।

ফেরার পথে খবোটভ বলল:

—আমাদের বুড়োটা পাগল হয়ে গেছে বলে মনে হয়।

—সত্যি কথা বলতে কি ইয়েভগেনী ফেডরোভিচ, আমি অনেক আগে থেকেই এ ধারণা করছিলাম। ঈশ্বর আমাদের পাপীদের ক্ষমা করুন!

ধার্মিক সারগী সারগীচ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

॥ বার ॥

এই ঘটনার পর কয়েক দিনের মধ্যেই আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ বুঝতে পারল তাকে ঘিরে একটা রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। হাসপাতালের ওয়ার্ডার, নার্স ও রোগীরা তাকে দেখলেই অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকায়, এবং সে চ'লে গেলেই কানাকানি সুরু করে। সুপারিনটেনডেণ্টের ছোট্ট মেয়ে মাসার সঙ্গে হাসপাতালের উদ্যানে তার দেখা হত। আজকাল তাকে দেখলেই মাসা ছুটে পালায়। পোষ্টমাষ্টার আর আগের মত 'ঠিক' বলে তার কথায় সায় দেয় না— কেমন যেন বিভ্রান্ত ভাবে বিড়বিড় ক'রে 'নিশ্চয়', 'নিশ্চয়' বলে এবং উদ্বেগ ও দুঃখের সঙ্গে তার দিকে তাকায়। অনেক ঘুরিয়ে এবং নানা কাহিনীর অবতরণা করে সে বন্ধুকে উপদেশ দেয় বিয়ার ও ভড্‌কা ছাড়তে।

আগষ্ট মাসে আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ মেয়রের কাছ থেকে একখানি পত্র পেল। জরুরী কাজে মেয়র তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। টাউন হলে গিয়ে আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ দেখল মিলিটারী অফিসার, জেলা স্কুলের ইন্সপেক্টর, শাসন পরিষদের একজন সদস্য, খবোটভ্ এবং একজন অপরিচিত ভদ্রলোক সেখানে হাজির। ভদ্রলোককে ডাক্তার বলে তার

সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। অভিনন্দন বিনিময়ের পর তারা সকলে টেবিলের চারিদিকে আসন গ্রহণ করল।

শাসন পরিষদের সদস্য বললেন:

—আমরা একখানি দরখাস্ত পেয়েছি। এ সম্পর্কে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার। ইয়েভ্‌গেনী ফেডরোভিচ্‌ বলছেন—হাসপাতালের মেন্‌ বিল্ডিংএ ডিস্‌পেন্সারীর পর্যাপ্ত স্থান নেই, ডিস্‌পেন্সারী পাশের কোন বিল্ডিংএ সরান দরকার।

ডিস্‌পেন্সারী সরাতে হবে বলে যে আমরা অসুবিধা বোধ করছি তা নয় কথা হচ্ছে তাহলে ত' পাশের বিল্ডিংটা মেরামত করতে হবে।

আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্‌ বলল:

—হ্যাঁ, মেরামত ত' করতেই হবে, তারপর ধরুন, কোণের বাড়িটায় যদি ডিস্‌পেন্সারী নিতে হয় তাহলে কমপক্ষে পাঁচশত রুবল দরকার হবে বলে আমি মনে করি; একেবারে বাজে ব্যয়।

ক্ষণিকের জন্য সকলে নীরব। আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্‌ আবার বলল:

—আমি দশ বছর আগে আপনাদের বলেছি বর্তমান অবস্থায় হাসপাতাল রাখার সামর্থ্য সহরের নেই। চল্লিশ শতকে এ হাসপাতাল তৈরী হয়; তখনকার দিনের অবস্থা ছিল পৃথক। পৌরসভা অপ্রয়োজনীয় বাড়িঘর

এবং বাজে পদের জন্য প্রচুর ব্যয় করেন। কাজকর্ম অন্যভাবে চালান হ'লে আমি জোর করে বলতে পারি ঐ টাকায় আমরা দুটো আদর্শ হাসপাতাল চালাতে পারতাম।

—তাহলে সেই ভাবেই কাজকর্ম চালান হোক।

পৌরসভার সদস্য সাগ্রহে বলে উঠলেন।

—আমি পূর্বেই আমার অভিমত আপনাদের জানিয়েছি। মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ হাসপাতালের পরিচালন-ভার গ্রহণ করুন।

—হ্যাঁ, তাত বটেই, আমাদের টাকাপয়সা মিউনিসিপ্যালিটীর হাতে তুলে দিন, আর মিউনিসিপ্যাল কর্তারা সেগুলি চুরি করুন।

বলেই ডাক্তার ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন।

—সেত বটেই, সেত বটেই……পৌরসভার সদস্য সায় দিলেন। তার মুখেও হাসি।

ডাক্তারের দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ বলল :

—আমাদের সৎ হতে হবে।

আবার সকলে নীরব। সামরিক কর্তা, যে কারণেই হোক খুব বিব্রত বোধ করছিলেন ; আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্-এর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন :

—ডাক্তার, আপনি আমাদের একেবারে ভুলে গেছেন মনে হচ্ছে। আমি জানি আপনি নিঃসঙ্গ জীবন

যাপন করেন। আপনি তাস্‌, পাশা খেলেন না, মেয়েদের সম্পর্কেও কোন আগ্রহ নেই। আমাদের সঙ্গ আপনার ভাল লাগে না।

সকলে অনুযোগ করতে থাকেন সহরের জীবন কিরূপ একঘেয়ে, বিরক্তিকর। থিয়েটার নেই, জলসা নেই, ক্লাবে গত বৎসরের বল নাচে কুড়িজন মহিলা এসেছিলেন কিন্তু নাচের জুড়ি মিলল মাত্র তুজন, যুবকেরা নাচে না, রেস্তোরাঁ, বারে ভীড় জমায়, তাস খেলে। আঁদ্রে ইয়ে-ফিমিচ্‌ ধীর, শান্ত কণ্ঠে বলতে লাগল কিভাবে সহরের লোকেরা তাস খেলে ও বাজে আড্ডা জমিয়ে শক্তি নষ্ট করছে, নিজেদের মানসিক অধঃপতন ঘটাচ্ছে। চিত্তা-কর্ষক আলাপ আলোচনা বা পড়াশুনায় সময় কাটাতে তারা অক্ষম ও অনিচ্ছুক। মনের আনন্দ উপভোগ করতে চায় না। মনই একমাত্র আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য জিনিষ আর সব বাজে, তুচ্ছ। খবোটভ মন দিয়ে সহকর্মীর কথা শুনছিল। হঠাৎ তার কথার মাঝে প্রশ্ন করল ঃ

—আজ কি তারিখ আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্‌ ? আঁদ্রে ইয়েফিমিচ জবাব দিলে সে ও ডাক্তার ভদ্রলোক একসঙ্গে তাকে প্রশ্ন করতে লাগল ; আজ কি বার, বৎসরে কতদিন, ৬নং ওয়ার্ডে একজন অত্যাশ্চর্য অবতার আছে একথা সত্যকি না···। কণ্ঠে নিজেদের অযোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন পরীক্ষকের স্বর। শেষ প্রশ্নটার জবাব দেবার সময়ে আঁদ্রেইয়েফিমিচএর

মুখ খানা ঈষৎ রক্তিম হয়ে উঠল, সে বলল :

—হ্যাঁ, সে একজন রোগী তবে ভারী মজার লোক।

এর পর আর কোন প্রশ্ন করা হল না।

হলের মধ্যে কোট গায়ে দেবার সময়ে সামরিক কর্তা তার কাছে এসে কাঁধে একটা চাপ দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন :

—আমাদের বুড়োদের এখন বিশ্রামের কথা ভাববার সময় এসেছে।

টাউন হল থেকে বেরিয়ে আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ বুঝতে পারল তার মানসিক অবস্থা পরীক্ষা করার জন্য কমিশনের সম্মুখে তাকে হাজির করান হয়েছে। তাকে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছে সেগুলোর কথা মনে হতে তার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, জীবনে এই প্রথম চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর তার এক নিদারুণ করুণা দেখা দিল।—ডাক্তারদের পরীক্ষা করার ধরন কী! হায় ভগবান! এই সেদিন ওরা মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে লেকচার শুনেছে— পরীক্ষায় পাশও করেছে; তবে কেন এই অজ্ঞতা? মনস্তত্ত্ব কি তার কিছুই ওরা জানে না।

জীবনে অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হল সে এই প্রথম।

সন্ধ্যায় মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ তাকে দেখতে এল। প্রীতি বিনিময়ের জন্য না থেমে সে সোজা তার কাছে গিয়ে দুখানি হাত ধরে গভীর আবেগের সঙ্গে বলল :

—বন্ধু, তুমি যে আমাকে বন্ধু বলে মনে কর তার প্রমাণ দিতে হবে।

আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্‌কে কোন কথা বলতে না দিয়ে উত্তেজিত ভাবে সে বলে চলল :

—প্রিয় বন্ধু! তোমার পাণ্ডিত্য এবং উন্নত মনের জন্য আমি তোমাকে ভালবাসি। এইবার আমার একটা কথা শোন। বৃত্তিগত নীতির খাতিরে ডাক্তারেরা তোমার কাছে সত্য কথা গোপণ করতে বাধ্য। কিন্তু আমি সৈনিক, স্পষ্ট কথা বলব। বন্ধু তুমি সুস্থ নও। তোমার সঙ্গে যারা কাজকর্ম করে তারা কিছুদিন থেকে এটা লক্ষ্য করেছে। ইয়েভ্‌গেনী, ফেডরোভিচ্‌ এই মাত্র আমাকে বললেন, স্বাস্থ্যের জন্য তোমার বিশ্রাম নেওয়ার এবং মনকে অন্য দিকে ভুলিয়ে রাখার একান্ত প্রয়োজন। আমি কয়েক-দিনের মধ্যে হাওয়া বদলাতে বাইরে যাচ্ছি। এইবার তোমার বন্ধুত্বের প্রমাণ দাও—তুমি আমার সঙ্গে চল। আমরা দুজনে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করব।

—আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। তোমার সঙ্গে আমি যেতে পারি না। অন্য কোন ভাবে আমার বন্ধুত্বের প্রমাণ নাও।

বিনা কারণে বই, ডারিয়া ও বিয়ার ছেড়ে দূরে চলে যাওয়া, কুড়ি বৎসরের ধরাবাঁধা জীবনের ছেদ্‌—প্রথম তার কাছে নিছক পাগলামী, আজগুবী ধারণা বলে

মনে হল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল টাউনহলের কথাবার্তা ও বাড়ি ফেরার পথে তার বিষণ্ণ মনোভাব। হঠাৎ সহর ছেড়ে যাবার—যে সহরের মুর্খ লোকেরা তাকে উন্মাদ বলে মনে করে সেই সহর অন্তত: কিছু দিনের জন্য ছেড়ে দূরে যাবার কথায় মন সায় দেয়।

—তুমি কোথায় যাবে বলে ঠিক করেছ? সে জিজ্ঞাসা করল।

—মস্কো, পিটার্সবার্গ, ওয়ারশ···আমি পাঁচ বৎসর ওয়ারশ'য় ছিলাম। এই সময়টা আমার জীবনের সবচেয়ে সুখী সময়। কী চমৎকার সহর! আমার সঙ্গে চল বন্ধু!

॥ তের ॥

এক সপ্তাহ পরে আঁদ্রে ইয়েফিমিচকে বিশ্রাম নিতে, —অন্য কথায় পদত্যাগ পত্র পেশ করতে বলা হল। আঁদ্রে ইয়েফিমিচ নির্লিপ্ত ও নিরুদ্বিগ্ন মনে পদত্যাগ পত্র পেশ করে পরের সপ্তাহেই মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচএর সঙ্গে মেলগাড়ীতে ষ্টেশনে রওনা হল।

ষ্টেশনে পৌছাতে দুদিন লাগল। রাস্তায় পোষ্টমাষ্টার অনর্গল তার ককেশাস ও পোল্যাণ্ড ভ্রমণের কাহিনী বলে যেতে লাগল। গলা চড়িয়ে, বিস্ময়ে চোখ পাকিয়ে এমন

ভাবে বলে, শুনলে যে কেউ ভাববে ডাহা মিথ্যা বলছে। সার্বোপরি সোজা ডাক্তারের মুখের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলে কানের কাছে অট্টহাসি করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করল যে ডাক্তার অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। চিন্তায় মন দিতে পারল না।

পয়সা বাঁচাবার জন্যে ওরা তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় উঠল। যাত্রীদের অর্দ্ধেক তাদেরই শ্রেণীভুক্ত। মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ দ্রুত সবার সঙ্গে খাতির জমিয়ে ফেল্ল। উচ্চ কণ্ঠে অনর্গল বকে—বক্তে বক্তে এ বেঞ্চ থেকে ও বেঞ্চে যায়। আর কাউকে সে কথা বলতে দেবে না। তার অনর্গল বকুনি আর তার সঙ্গে বিচিত্র অঙ্গ ভঙ্গী, আঁদ্রে ইয়েফিমিচকে উদ্বিগ্ন করে তোলে।

—আমাদের মধ্যে কাকে পাগল মনে করা উচিত? বিরুক্তির সঙ্গে সে ভাবল।

—আমি না এই আত্মসর্বস্ব লোকটি? ব্যাটা মনে করে কামরার মধ্যে তার চেয়ে বুদ্ধিমান আর কেউ নেই; একটি মুহূর্ত কাওকে শান্তিতে থাকতে দেবে না।

মস্কোয় এসে মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ একেবারে মিলিটারী বনে গেল। মিলিটারী টুপী ও ওভারকোট পরে সহরে ঘুরে বেড়ায়; সৈনিকেরা রাস্তায় তাকে দেখে সেলাম ঠোকে। এইবার আঁদ্রে ইয়েফিমিচএর চোখে পড়ল—গাঁয়ের ভদ্রলোকদের সকল সদগুণ খুইয়ে শুধু খারাপগুলি

পোষ্টমাষ্টার ধরে রেখেছে। সে চায় বিনা প্রয়োজনে লোকে তার ফরমাস খাটুক। টেবিলের উপর দেশলাই রয়েছে—সে দেখছে ও তা তবুও তুলে নেবে না; হাতে তুলে দেবার জন্য চীৎকার করে চাকরদের ডাকবে। আণ্ডার ওয়্যার পরে ঝি চাকরাণীর সামনে ঘুরে বেড়াতে আটকায় না। মেজাজ খারাপ হলে চাকরবাকরদের গালাগালি দেয়। আঁদ্রে ইয়েফিমিচ জানে এসব গাঁয়ের ভদ্রলোকদের বৈশিষ্ট্য। তবুও বিরক্ত হয়।

সহরে এসে মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ প্রথমে বন্ধুকে উপাসনায় নিয়ে গেল। নিজে মাটিতে মাথা নুইয়ে সাশ্রু নয়নে একান্ত মনে প্রার্থনা করল। উপসনা শেষ করে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বন্ধুকে বলল:

—তুমি ধর্মবিশ্বাসী না হতে পার, কিন্তু প্রার্থনায় তোমার মঙ্গল হবে, বিগ্রহকে আলিঙ্গন কর।

আঁদ্রে ইয়েফিমিচ নতজানু হল। মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ মাথা নাড়তে নাড়তে তার কানে প্রার্থনা মন্ত্র শোনাল। আবার তার চোখে জল এল।

এরপর দুজনে ক্রেমলিনে গিয়ে জারের কামান ও ঘণ্টা দেখল—আঙ্গুলের মাথা দিয়ে স্পর্শও করল। বড় গীর্জা ও যাদুঘর দেখে খাবারের জন্য তারা রেস্তোরাঁয় এল। মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ গোঁফে তা দিতে দিতে খাদ্য তালিকা অনেকক্ষণ পরীক্ষা করল, তারপর কণ্ঠে রেস্তোরাঁয়

আসা অভ্যস্ত লোকের স্বর টেনে বয়কে বলল :
—দেখি তুমি আজ আমাদের কি খাওয়াও।

॥ চৌদ্দ ॥

ডাক্তার সর্বত্র ঘুরে ফিরে সবকিছু দেখল, হোটেলে রেস্তোরাঁয় পানাহার করল কিন্তু মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ-এর সাহচর্যে সে শুধু বিরক্তি ও অস্বস্তিই বোধ করে। বন্ধুর নিরবচ্ছিন্ন উপস্থিতি তাকে ক্লান্ত করে তোলে, সে পালাতে চায়—বন্ধুর কাছ থেকে নিজেকে লুকাতে চায়। মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ কিন্তু তার পাশে থেকে সর্ব প্রকারে তাকে ভুলিয়ে রাখাই নিজের কর্তব্য মনে করে। মস্কোয় দেখার যখন আর কিছু বাকি রইল না তখন সে কথা-বার্তায় বন্ধুকে আনন্দ দেয়। দুই দিন আঁদ্রে ইয়েফিমিচ এসব কিছু সহ্য করল। তৃতীয় দিন সে বন্ধুকে জানাল তার শরীর ভাল না—সে সারা দিন ঘরেই থাকবে। বন্ধু বললে তাহলে সেও বেরুবে না। আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ ঘরের দিকে পিঠ্ করে সোফায় শুয়ে পড়ে দাঁতে দাঁত চেপে বন্ধুর কথা শোনে। বন্ধু তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে ফ্রান্স আজ হোক কাল হোক জার্মানীকে ধ্বংস করবে, মস্কো জোচ্চোরে ভর্তি ইত্যাদি···ডাক্তার

বুকের মধ্যে দ্রুত স্পন্দন অনুভব করে,—কানের মধ্যে বন্‌বন্‌ শব্দে শোনে। মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ্‌কে চলে যেতে বা বকুনি থামাতে বলতে তার সৌজন্যে বাধে। তবে ডাক্তারের ভাগ্যি ভাল। ঘরে বসে থাকতে পোষ্টমাষ্টারের নিজেরই আর ভাল লাগে না। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর সে বেরিয়ে পড়ে।

নিজেকে একাকী পেয়ে আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্‌ শান্তির অনুভূতির মধ্যে তার সমস্ত সত্বাকে বিলিয়ে দেয়। ঘরের মধ্যে একাকী থাকার চেতনা নিয়ে সোফায় নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকায় কি আরাম! নির্জনতা ছাড়া প্রকৃত সুখের কথা ভাবাও যায় না। গত কয়েকদিনে যা দেখেছে শুনেছে সেইসব জিনিষের কথা সে ভাবতে চেষ্টা করে কিন্তু মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ কিছুতেই মাথা থেকে যায় না। উত্তেজিত হয়ে সে মনে মনে বলে :

—আর এই লোকটা কিনা নিছক বন্ধুত্ব ও উদারতার জন্য ছুটি নিয়ে আমার সাথে চলে এল—ভাবাও যায় না! এইরূপ বন্ধুত্বের চেয়ে অসহনীয় আর কি হতে পারে! লোকটা সদয়, উদার এবং স্ফূর্তিবাজ কিন্তু বিরক্তিকর—সাংঘাতিক বিরক্তিকর।

এর পরের দিনগুলিতে আঁদ্রে ইয়েফিমিচ অসুখের কথা বলে আর ঘরের বের হল না। বন্ধু যখন কথাবার্তায় তার মন ভুলাবার চেষ্টা করে তখন তার অসহ্য

যন্ত্রণা বোধ হয় আবার সে চলে গেলে শান্তিতে বিশ্রাম করে। নিজের ওপর ও বন্ধুর উপর তার রাগ হয়। কেন সে এল? বন্ধুর বাচালতা প্রতিদিনই বেড়ে যায় আর প্রতিদিনই আঁদ্রে ইয়েফিমিচ আরও বেশী করে তার পরিচয় পায়। ফলে গভীর, উন্নত কোন চিন্তায় মনোনিবেশ করা হয় না।

তুচ্ছ ভাবনার ঊর্ধ্বে ওঠার অক্ষমতায় নিজের উপর সে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। ভাবে আইভ্যান ডিমিট্রিচ যে বাস্তবতার কথা বলেছিল তারই আঘাতে আমি জর্জরিত হচ্ছি।

আবার পর মুহূর্তেই মনে হয়: এসব কিছু না;...বাড়ি ফিরে গেলে আবার সবকিছু পুর্বের মত চলতে থাকবে।

পিটার্সবার্গেও সময় একই ভাবে কাটে। সে সারাদিন হোটেলের ঘরে সোফায় শুয়ে থাকে—শুধু বিয়ার খাওয়ার সময় ওঠে।

মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ কেবলই বলে তাদের তাড়াতাড়ি ওয়ারশয় যাওয়া উচিত।

—বন্ধু, আমি আর ওয়ারশয় যাব কি জন্য? তুমি আমাকে ছাড়াই যাও। দয়া করে এখন আমাকে বাড়ি ফিরতে দাও। অনুনয়ের সুরে ডাক্তার বলে।

—তা কিছুতেই হবে না। মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ জোর আপত্তি তোলে।

কি চমৎকার সহর! আমি আমার জীবনের সবচেয়ে

সুখী পাঁচটি বছর সেখানে কাটিয়েছি।

—আঁন্দ্রে ইয়েফিমিচ পীড়াপীড়ি করতে পারে না, অনিচ্ছা সত্ত্বেও বন্ধুর সঙ্গে ওয়ারশয় যেতে হয়। এখানে হোটেলের ঘরে সোফায় সে শুয়ে থাকে। নিজের উপর বন্ধুর উপর আর এই হোটেলের চাকরবাকরগুলোর উপর তার ভীষণ রাগ হয়। কি উদ্ধত এই হোটেলের চাকর-বাকরগুলো! কিছুতেই রুষ ভাষা বলতে চায় না? মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ কিন্তু আগের মতই স্ফূর্তিমনে খোস মেজাজে সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি সহরময় ঘুরে ফিরে পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে বেড়ায়। কখন কখন সারা রাত হোটেলের বাইরে থাকে। এক-দিন কোন এক অজ্ঞাত স্থানে সারা রাত কাটিয়ে খুব ভোরে সে হোটেলে ফিরে এল। ভীষণ উত্তেজিত, চোখমুখ লাল, চুলগুলো উস্কোখুস্কো, অনেকক্ষণ মুখে বিড় বিড় করে ঘরের মধ্যে পায়চারি করল, তারপর হঠাৎ বলে উঠল :

—সম্মান—সম্মানই সবার উপর!

আবার কিছুক্ষণ পায়চারি করে দুহাতে মাথাটা চেপে ধরে করুণ কণ্ঠে বলল :

—হ্যাঁ—সবকিছুর উপরে হল সম্মান। কি কুক্ষণেই না আমি এই ব্যাবিলন দেখার কথা ভেবেছিলাম! ডাক্তারের দিকে ফিরে বলল :

—বন্ধু, তুমি আজ সত্যিই আমাকে ঘৃণা করতে পার।

আমি জুয়া খেলায় টাকাপয়সা সব খুইয়েছি! আমাকে পাঁচশ রুবল দাও!

আঁদ্রে ইয়েফিমিচ পাঁচশ রুবল গুণে নীরবে বন্ধুর হাতে দিল। বন্ধুর মুখ তখনও লজ্জায় ও ক্ষোভে রক্তিম। একটা অসংলগ্ন, ভূয়া শপথ বাক্য উচ্চারণ করে সে টুপী পরে বেরিয়ে গেল। ঘুঘণ্টা বাদে ফিরে এসে আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল :

—আমার মান রক্ষা হয়েছে! চল বন্ধু—আমরা যাই। এই অভিশপ্ত সহরে আমি আর এক মুহূর্তও থাকতে চাই না। যত সব জোচ্চোর! অষ্ট্রীয়ান গুপ্তচরের দল!

—দুই বন্ধু যখন সফর থেকে ফিরে এল তখন নবেম্বর মাস এসে গিয়েছে, রাস্তা বরফে ঢাকা। ডাঃ খবোটভ্ এখন আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্এর পদটী পেয়েছে। আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ ফিরে এসে হাসপাতালের কোয়াটারটি ছেড়ে দেবে এই আশায় সে তখনও তার পুরাতন ঘরেই আছে, কিন্তু সেই সাদাসিদে স্ত্রীলোকটী, যাকে সে তার রাধুনী বলে পরিচয় দেয়, সে ইতিমধ্যেই হাসপাতালের সংলগ্ন একটা ঘর দখল করে বসেছে।

হাসপাতাল সম্পর্কে নতুন গুজবে আবার সহর সরগরম হয়ে উঠেছে, লোকে বলাবলি করছে ডাঃ খবোটভ্-এর রাধুনী বলে পরিচিত মেয়েছেলেটি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে

ঝগড়া করেছে এবং ইন্সপেক্টর নতজানু হয়ে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে।

সহরে ফিরে এসেই আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্‌কে বাসার খোজে বেরুতে হলো।

পোষ্ট মাষ্টার নরম গলায় বলল।

—বন্ধু, কিছু মনে কর না, তোমার টাকা পয়সা কি পরিমাণ আছে?

আঁদ্রে ইয়েফিমিচ তার টাকাগুলো গুণে জবাব দিল:

—ছিয়াশি রুবল।

—আমি সে কথা বলিনি, আমি জানতে চেয়েছি তোমার মোট কত টাকা আছে।

ডাক্তারের উত্তরে অপ্রস্তুত ও বিহ্বল হ'য়ে মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ বলে।

—আমি ত বললাম ছিয়াশি রুবল—ঐ সব।

মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ্‌ ডাক্তারকে সৎ ও উন্নত মনের লোক মনে করলেও তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ডাক্তারের অন্ততঃ হাজার পঁচিশেক রুবল কোথাও সরান আছে। কিন্তু এখন কপর্দকশূন্য ও সম্বলহীন জেনে সে হটাৎ তুই বাহু দিয়ে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল।

॥ পনের ॥

নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা স্ত্রীলোকের গৃহে আঁদ্রে ইয়েফিমিচ এর বাসা জুটল। বাড়িওয়ালীর নাম বেলোভা। ছোট্ট বাড়িটিতে রান্নাঘর বাদে তিনখানি মাত্র ঘর। রাস্তার দিকের ঘর দুটী ডাক্তার দখল করল। ডারিয়া, বাড়িওয়ালী ও তার তিনটী বাচ্চা তৃতীয় ঘরটিতে এবং রান্নাঘরে থাকে, কখন কখন আবার বাড়িওয়ালীর প্রণয়ী রাত কাটাতে আসে, লোকটা মাতাল, প্রায়ই নেশায় উন্মত্ত অবস্থায় থাকে, ডারিয়া ও বাড়িওয়ালীর বাচ্চাগুলো তাকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। লোকটা রান্নাঘরের মধ্যে চেয়ারে বসে যখন ভড্‌কা চায় তখন মনে হয় যেন জায়গাটা ধ্বসে যাচ্ছে। শিশুগুলো কান্না জুড়ে দেয়, ডাক্তারের করুণা হয়, সে ক্রন্দনরত শিশুদের নিজের ঘরে নিয়ে আসে, মেঝেয় বিছানা করে শুইয়ে দেয়। এতে কিন্তু সে বিরক্ত হয় না বরং তৃপ্তিই পায়।

সে আগের মতই আটটায় ঘুম থেকে ওঠে, চা খায়, তারপরে পুরান বই ও ম্যাগাজিনগুলো পড়তে বসে। নতুন বই ও পত্রপত্রিকা কেনার পয়সা তাহার নেই। বই গুলো পুরান বলেই হোক আর এখনকার পরিবর্তিত

পরিবেশ বলেই হোক পড়াশুনায় সে আর আত্মসমাহিত হ'তে পারেনা, বরং ক্লান্তিই আসে। পাছে অলস হ'য়ে না পড়ে এজন্য প্রত্যেক বইয়ের পিছনে লেবেল এঁটে বই পত্রের একটা বিস্তৃত ক্যাটালগ তৈরী করে ফেলল। প্রথমটা ভালই লাগল। কিন্তু একঘেয়ে খাটুনীর কাজে শীঘ্রই যেন তার চিন্তাস্রোতে ভাঁটার টান পড়ে। এ কাজ আর ভাল লাগে না, মন ফাঁকা, সময় যেন দ্রুত গতিতে চলতে থাকে। শনি ও রবিবারে গীর্জায় যায়। দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে চোখ বুজে প্রার্থনা শোনে আর বাবার কথা, মায়ের কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ভাবতে ভাবতে কেমন যেন অবসন্ন, বিমর্ষ হ'য়ে পড়ে। প্রার্থনা শেষ হলে গীর্জা থেকে বেরুবার সময় এত তাড়াতাড়ি প্রার্থনা শেষ হল বলে দুঃখ হয়।

দুইবার সে আইভ্যান ডিমিট্রিচের সঙ্গে দেখা করার জন্য হাসপাতালে গিয়েছে এবং তার সাথে কথাবার্তা বলেছে। দুইবারই তাকে সে ভীষণ উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ অবস্থায় দেখতে পেয়েছে। আইভ্যান ডিমিট্রিচ তাকে একাকী থাকতে দেবার জন্য অনুনয় জানিয়ে বলেছে, সে একাকী থাকতে চায়। অর্থহীন ফাঁকা বকুনি তার ভাল লাগে না। যে নির্যাতন সে সহ্য করেছে তার জন্য একটি মাত্র জিনিষ সে অতিশয় ঘৃণ্য লোকদের কাছে ভিক্ষা চাইছে—সে হলো নির্জন কারাবাস। এটাও কি তাকে

দেওয়া হবে না! দুবারই চলে আসবার সময় আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ বিদায় চাইলে আইভ্যান ডিমিট্রিচ্ চিৎকার করে উঠেছে—

—চুলোও যাও!

আর একবার তাকে দেখতে যাবার ইচ্ছা প্রবল থাকলেও আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ ঠিক করতে পারল না তৃতীয় বার যাবে কিনা।

আগেকার দিনগুলিতে দুপুরে খাবার পরের সময়টুকু আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ ঘরে পায়চারি করে বেড়াত আর ভাবত, এখন সন্ধ্যার চা খাবার সময় পর্যন্ত দেওয়ালের দিকে মুখ করে কোথায় শুয়ে থাকে। যত রাজ্যের তুচ্ছ ভাবনা চিন্তা মাথার মধ্যে পাক খেয়ে ঘোরে। বিশ বছরেরও বেশী সে চাকুরী করল কিন্তু পেনসন বা কোন অর্থ সাহায্য তাকে দেওয়া হলনা বলে সে দুঃখিত। একথা সত্যি, সে মনে করে না সে সততার সঙ্গে কাজ করে এসেছে, কিন্তু কাজ যারাই করেছে—সততার সঙ্গেই করুক আর নাই করুক পেনশন পেয়েছে, ন্যায়বিচারের আধুনিক ব্যবস্থা যা তাতে পদমর্যদা, উপাধি পেনসন প্রভৃতি নৈতিক গুণ বা যোগ্যতা বিচার করে দেওয়া হয় না—দেওয়া হয় কাজের জন্য সে কাজ যেরূপই হোক না কেন। তাহলে শুধু তার বেলায় এ ব্যতিক্রম কেন? আজ সে কপর্দকশূন্য দোকানের সুমুখ দিয়ে চলতে তার লজ্জা হয়—পাছে

দোকানী দেখে ফেলে, বিয়ারের জন্য ৩২ রুবল বাকী পড়েছে। বাড়িওয়ালী বেলোভাও টাকা পাবে। ডারিয়া গোপনে পুরান জামা-কাপড় ও বইপত্র বিক্রী করে চালাচ্ছে। বাড়িওয়ালীকে সে বলেছে ডাক্তার খুব শাগগিরই একটা মোটা টাকা পাবেন বলে আশা করছেন।

সফরে গিয়ে হাজার রুবল ব্যয় করার জন্য নিজের উপর তার ভীষণ রাগ হল ; এক হাজার রুবল! সারা জীবনের সঞ্চয় আজ এই টাকাটা কত কাজেই না লাগত, তার উপর একাকী থাকতে পারছে না বলে আরও অস্বস্তি বোধ হয়। খবোটভ যখন তখন অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে আসা কর্তব্য বলে মনে করে। লোকটার সব কিছুই আঁদ্রে ইয়েফিমিচএর বিরক্তি উদ্রেক করে—তার হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, অভদ্র চালচলন, কণ্ঠস্বরে মুরুব্বিয়ানার ভাব, তাকে সহকর্মী বলে ডাকার ভঙ্গী, উঁচু বুট ; কিন্তু সবচেয়ে আপত্তিকর হচ্ছে, খবোটভ মনে করে আঁদ্রে ইয়েফিমিচকে দেখাশুনা করা তার কর্তব্য এবং বাস্তবিকই সে তার চিকিৎসা করছে। যখনই আসে সঙ্গে আনে এক বোতল পটাসিয়াম ব্রোমাইড আর সাদা পাউডারের কতকগুলো পুরিয়া।

মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচও মনে করে বন্ধুকে দেখা এবং তাকে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করা তার কর্তব্য,সে এমন ভঙ্গীতে ঘরে ঢোকে যেন ডাক্তারের সঙ্গে তার কত মাথা-

মাখি। তারপর জোর করে টেনে আনা স্ফূর্তির ভাব দেখিয়ে জানায় যে ডাক্তারকে খুব ভাল দেখাচ্ছে এবং সে নিশ্চিত উন্নতির দিকে যাচ্ছে। কিন্তু আসলে সে মনে করে বন্ধুর কোন আশাই নেই। ওয়ারশয় ধার করা টাকা আজও শোধ করেনি। ডাক্তারের কাছে এলে আশঙ্কায় ও অস্বস্তিতে আরো জোরে হাসবার চেষ্টা করে—আরও তাজ্জব গল্প বলে। তখন মনে হয় তার কথাবার্তা—আজ-গুবী গল্প বলা—এর যেন আর শেষ নেই। আগে আঁদ্রে ইয়েফিমিচ একাই বিরক্তি বোধ করত, এখন তার নিজের কাছেও এসব পীড়াদায়ক বলে মনে হয়।

সে এলে আঁদ্রে ইয়েফিমিচ সাধারণতঃ তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে সোফায় শুয়ে থাকে, দাঁতে দাঁত চেপে তার কথা শোনে ; মনে হয় তার অন্তরাত্মার উপর পরতে পরতে নোংরা আবর্জনা জমে উঠছে এবং বন্ধু যতবার আসে তত বার যেন এই ভাঁজগুলি বেড়ে ক্রমান্বয়ে উঁচু হয়ে আজ তার শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

এই সব তুচ্ছ চিন্তা ও ঘৃণ্য মনোভাব ঝেড়ে ফেলার জন্য সে জোর করে ভাবতে চেষ্টা করে আজ হোক কাল হোক তার নিজের, খবোটভ এবং মিখাইল এ্যাভে-রিয়ানিচের অস্তিত্ব লোপ পাবে। পিছনে এতটুকু চিহ্ন পড়ে থাকবে না। আজ থেকে কোটী কোটী বৎসর পরে কোন জীবাত্মা মহাশূন্যের উপর দিয়ে পৃথিবী অতিক্রম করে

গেলে শুধু কাদা আর ন্যাড়া প্রস্তরস্তূপ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। সৃষ্টি, নৈতিক বিধান সব কিছু লোপ পাবে—একটি তৃণও গজাবে না, তা হলে তার এই বিষণ্নতা, দোকানীর কাছে লজ্জা, নগণ্য খবোটভ, মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচএর পীড়াদায়ক বন্ধুত্ব—এসব কি! নিতান্ত তুচ্ছ জঞ্জাল।

কিন্তু এসব যুক্তিতে বেশীক্ষণ সে সান্ত্বনা পায় না। আজ থেকে কোটী কোটী বৎসর পরের পৃথিবী কল্পনা করলেই কোন একটা ন্যাড়া পাহাড়ের আড়াল থেকে সেখানে এসে হাজির হয় উঁচু বুট পরে খবোটভ অথবা অট্টহাসি করে মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ। এমনকি সেই অস্বস্তিকর ফিসফিসানিও সে শুনতে পায়—

—বন্ধু তোমার ওয়ারশর দেনাটা আমি কয়েক দিনের মধ্যেই শোধ করে দেব...সত্যি দেব।

॥ ষোল ॥

একদিন বিকেলে মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ ডাক্তারকে দেখতে এল। আঁদ্রে ইয়েফিমিচ তখন সোফায় শুয়েছিল; খবোটভও পটাসিয়াম ব্রোমাইডএর বোতল সহ এসে হাজির। আঁদ্রে ইয়েফিমিচ হাতে ভর দিয়ে উঠে বসল।

মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ বলল :

—কালকের চেয়ে আজ তোমাকে অনেক ভাল দেখাচ্ছে বন্ধু। সত্যি তোমাকে চমৎকার দেখাচ্ছে!

—হ্যাঁ, এখন আপনি ভালর দিকেই যাচ্ছেন বলে মনে করতে পারেন।

একটা হাই তুলে খবোটভ তার সাথে যোগ দিল।

—আমরা আরও একশ বছর বাঁচব। তুমি দেখ আমরা বাঁচি কি না।

—একশ বছরের কথা আমি জানি না। তবে উনি যে আরও কুড়ি বছর বাঁচবেন তাতে সন্দেহ নেই। খবোটভ এর কথায় আত্মপ্রত্যয়ের স্বর। ডাক্তারের দিকে ফিরে বলে :

—মনকে চাঙ্গা করে তুলুন, স্ফূর্ত্তি করুন!

—হো—হো—হো! মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ অট্ট-হাসি করে ওঠে।

—হ্যাঁ, আমরা যে কি ধাতুতে গড়া, তা তোমাকে দেখাব! তুমি বুঝবে! ভগবান করুন আসছে গ্রীষ্মকালে আমরা ককেশাসএ যাব—সমস্ত পাহাড়ের উপর ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াব—খট্, খট্, খটাস তারপর যখন ককেশাস থেকে ফিরে আসব তখন কে বলতে পারবে যে আমাদের বিয়ে হবে না! চোখ টিপে বলল :

—তোমাকে আমরা বিয়েদিয়ে ছাড়ব,দেখ দিই কিনা…

আঁদ্রে ইয়েফিমিচএর হঠাৎ মনে হল তার অন্তরাত্মার উপর জমা নোংরা আবর্জনার স্তর উচু হয়ে গলা পর্যন্ত উঠেছে। বুকের স্পন্দন সজোরে দ্রুত তালে চলেছে।

হঠাৎ সোফা থেকে উঠে জানালার দিকে যেতে যেতে বলল :

—এসব কি ইতর কথাবার্তা! তোমরা কি দেখছনা কিরূপ ইতরের মত কথা বলছ!

সে ভদ্রভাবে, শান্ত নরম কণ্ঠেই একথা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই দুহাত মুষ্টিবদ্ধ করে মাথার উপরে তুলে ধরে তারস্বরে চীৎকার করে উঠল :

—আমাকে একাকী থাকতে দাও! বেরিয়ে যাও, তোমরা দুজনেই বেরিয়ে যাও! রাগে তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে, মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ ও খবোটভ দুজনেই উঠে দাঁড়িয়ে ডাক্তারের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকাল। সে দৃষ্টিতে প্রথমে বিহ্বলতা কিন্তু পরমুহূর্তেই ভীতির সুস্পস্ট ছাপ ফুটে উঠল।

আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ আবার চীৎকার করে উঠল :

—বেরিয়ে যাও, দুজনেই বেরিয়ে যাও! নির্বোধ মুর্খের দল! আমি তোমাদের বন্ধুত্ব, ওষুধ কিছুই চাই না। মুর্খ, ইতর, অভদ্র!

খবোটভ ও মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ বিহ্বল দৃষ্টিতে

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দরজা পর্যন্ত পিছিয়ে গেল; এবং তারপরই বেরিয়ে যাবার জন্যে প্যাসেজের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ পটাসিয়াম ব্রোমাইড-এর বোতলটা এক টানে তুলে নিয়ে তাদের লক্ষ্য করে ছুড়ে মারল, বোতলটা সজোরে মেঝের উপর পড়ে ভেঙ্গে টুক্রো টুক্রো হয়ে গেল।

তাদের পিছনে প্যাসেজ পর্যন্ত ছুটে গিয়ে ডাক্তার আর্তকণ্ঠে ফেটে পড়ল:

—চুলোয় যাও, তোমরা চুলোয় যাও।

ওরা চলে গেলে আঁদ্রে ইয়েফিমিচ কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে সোফায় শুয়ে পড়ে, বারবার বলতে থাকে মুর্খ নির্বোধের দল! শান্ত হয়ে প্রথমেই ভাবল মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ এখন কি মনে করছে। সমস্ত ঘটনাটা কিরূপ ভয়াবহ, কিরূপ দুঃখের! এমন ঘটনা তার জীবনে কখনও ঘটেনি। কোথায় ছিল তখন তার বুদ্ধি বিচক্ষণতা, তার উপলব্ধি এবং দার্শনিক ঔদাসীন্য?

লজ্জায়, অস্বস্তিতে সারারাত ডাক্তারের ঘুম হল না, সকালে দশটা নাগাদ সে পোষ্ট অফিসে ছুটল পোষ্ট-মাষ্টারের কাছে ক্ষমা চাইতে।

মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ্ খুব অভিভূত হয়ে পড়ল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সাগ্রহে বন্ধুর হাত চেপে সে বলল:

—যা হয়েছে ভুলে যাও। ও নিয়ে আর আমরা

ভাবব না। লাইবারকিন! একখানা চেয়ার নিয়ে এস। পোষ্ট মাষ্টারের চীৎকারে কেরানী ও ডাকঘরে সমবেত লোকেরা সচকিত হ'য়ে উঠল। একজন দুঃস্থ স্ত্রীলোক কাউণ্টারের গরাদের ফাঁক দিয়ে একখানি রেজেষ্ট্রী চিঠি দিতে যাচ্ছিল। পোষ্ট মাষ্টার তাকে ধমক দিয়ে উঠল:

—তুমি একটু দেরী করতে পারছ না? দেখছ না আমি কি ব্যস্ত? তারপর আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্-এর দিকে ফিরে দরদের সুরে বলল:

—বন্ধু, বস। পুরো এক মিনিট নীরবে বসে হাঁটুর উপরে হাতের তালু ঘসল, তারপর বলতে সুরু করল:

—আমি এক মুহূর্তের জন্যও দোষ নিইনি। আমি বুঝি অসুস্থ হলে কি হয়। কাল তোমার আক্রমণে আমি ও ডাক্তার খুবই শঙ্কিত হয়ে পড়ি, তোমার সম্বন্ধে আমরা অনেকক্ষণ ধরে অলোচনা করেছি। বন্ধু! তুমি তোমার রোগের উপর গুরুত্ব দিচ্ছ না কেন? না, এভাবে তোমার কিছুতেই চলা হবে না। আমার এই খোলাখুলিভাবে বলার জন্য বন্ধু বলে আমাকে ক্ষমা কর; মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ্ তার কণ্ঠস্বর নামিয়ে ফিস ফিস করে বলতে লাগল—তুমি অত্যন্ত অবাঞ্ছিত পরিবেশের মধ্যে বাস কর। স্যাৎসেঁতে, চারিদিকে নোংরা, কোন সেবাযত্ন নেই, চিকিৎসা গ্রহণের উপায় নেই। বন্ধু, আমি এবং ডাক্তার দুজনেই অনুনয় করে বলছি—

আমাদের পরামর্শ গ্রহণ কর ; হাসপাতালে যাও। সেখানে খাবারটা পুষ্টিকর, তোমার দেখা শোনার ব্যবস্থা হবে, রোগেরও চিকিৎসা হবে। ইয়েভ্‌গেনী ফেডোরোভিচ খুব চতুর চিকিৎসক আর তার উপর নির্ভরও করা যায়। তিনি তোমার দেখাশোনা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

পোষ্ট মাষ্টারের কথায় আন্তরিক উদ্বেগের সুর। হঠাৎ তার গণ্ডদেশে ঝরে পড়ে কয়েক ফোটা তাজা অশ্রু।

আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ অবিভূত হয়ে পড়ল। পোষ্ট মাষ্টারের বুকে হাত দিয়ে চাপা গলায় বলল :

—বন্ধু, ওদের বিশ্বাস করনা, ওদের এতটুকু বিশ্বাস করনা। এ সবই মিথ্যা! আমার যদি কোন দোষ থাকে সে হচ্ছে আজ বিশ বছরের মধ্যে আমি আমাদের এই সহরে একটি মাত্র বুদ্ধিমান লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছি আর সে লোকটা হচ্ছে পাগল। আমি মোটেই অসুস্থ নই। আমি এক পাপ চক্রের বেড়াজালে আটক পড়েছি, তার থেকে বের হবার কোন পথ নেই। কোন কিছুতেই আমি ভীত নই। তোমাদের যা ইচ্ছা কর।

—তুমি হাসপাতালে যাও বন্ধু!

—যেখানেই যেতে হোক না কেন, আমি গ্রাহ্য করি না—ইচ্ছা করলে আমাকে জীবন্ত কবর দিতে পার।

—আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও তুমি সব তাতেই ইয়েভ-

গেনী ফেডোরোভিচ্‌এর কথা শুনে চলবে!

—তাই হবে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। কিন্তু আমি আবার তোমাকে বলছি, আমি এক পাপ চক্রের মধ্যে আটক পড়েছি। এখন থেকে সব কিছুই, এমন কি আমার শুভাকাঙ্খীদের আন্তরিক সহানুভূতিও একটি মাত্র পরিণতির দিকে আমাকে টেনে নিয়ে যাবে—সে হচ্ছে আমার ধ্বংস। আমি ধ্বংস হতে চলেছি, আর তা উপলব্ধি করার সাহস আমার আছে।

—কিন্তু তুমি ভাল হয়ে উঠবে বন্ধু!

—ওসব কথা বলে লাভ কি? প্রায় প্রত্যেককেই জীবনের শেষের দিকে এধরণের অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হবে, হয় তোমাকে বলা হবে তোমার মূত্রকোষখারাপ হয়েছে বা তোমার হৃদযন্ত্র বেড়ে গেছে—তুমি চিকিৎসা সুরু করবে, নতুবা বলা হবে তুমি পাগল বা দুর্বৃত্ত—এক কথায় লোকের দৃষ্টি তোমার উপর পড়লেই, নিশ্চিত জেনো তুমি এমন একটা পাপচক্রের মধ্যে ঢুকে পড়েছ যেখান থেকে কস্মিন কালেও আর পালাতে পারবেনা, বের হবার চেষ্টা করলে আরও গভীরে তলিয়ে যাবে। এ অবস্থায় আত্মসমর্পণ করাই ভাল, কারণ মানুষের কোন চেষ্টা তোমাকে রক্ষা করতে পারবেনা। অন্ততঃ আমি তাই মনে করি।

ইত্যবসরে কাউন্টারের অপর দিকে কিছু লোক জড় হয়েছে। তাদের যাতে আর অপেক্ষা করতে না হয় সে

জন্য আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় চাইল। মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ্ আবার তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে দরজা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিল।

ঐ দিনই সন্ধ্যায় নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে খবোটভ এসে হাজির, গায়ে মেষের চামড়ার জ্যাকেট, পায়ে উঁচু বুট, যেন কিছুই হয়নি তেমনি ভাবে সে বলল ঃ

—আমি একটু কাজে আপনার কাছে এসেছি। একটা কেস্ সম্পর্কে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই। যাবেন কি ?

আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ ভাবল খবোটভ তাকে একটু বাইরে ঘুরিয়ে অন্যমনস্ক রাখতে চায়। তাকে দুপয়সা আয়ের স্নুযোগও দেবার ইচ্ছা হতে পারে। কোট ও টুপী পরে সে তার সঙ্গে বেরিয়ে গেল। আগের দিনের দোষ ক্ষালনের স্নুযোগ পেয়ে সে স্নুখী হল, মনে মনে খবোটভ্-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ জেগে ওঠে। আগের দিনের ঘটনা সম্পর্কে খবোটভ্ একটী কথাও বলল না। ডাক্তারকে লজ্জা দিতে বা আহত করতে যেন সে আদৌ চায় না। একেবারে অমার্জিত একটা লোকের মধ্যে এতখানি সংযম ও বিচক্ষণ তা দেখে সে বিস্মিত হল।

—তোমার রোগী কোথায় ? আঁদ্রে ইয়েফিমিচ জিজ্ঞাসা করল।

—হাসপাতালে। কিছুদিন থেকে ভাবছি, আপনাকে

একবার দেখাব——ভারী অদ্ভুত কেস।

দুজনে হাসপাতাল প্রাঙ্গণের মধ্যে ঢুকল, এবং মেন বিল্ডিং পেরিয়ে যে বাড়িটায় মানসিক রোগীরা থাকে সেই দিকে চলল। যে কারণেই হোক এতক্ষণ কেউই কোন কথা বলেনি। তারা মেণ্টাল ওয়ার্ডের প্রবেশ পথে ঢুকলেই নিকিটা এক ফাঁকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

আন্দ্রে ইয়েফিমিচকে নিয়ে ওয়ার্ডের মধ্যে ঢুকে খবোটভ চাপা গলায় বলল:

—এখানে এদের মধ্যে একজনের ফুসফুসের দোষ দেখা দিয়েছে। আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন। আমি এক মিনিটের মধ্যে আসছি। যাব আর আমার ষ্টেথস্কোপ নিয়ে ফিরব।

খবোটভ সেই যে বেরিয়ে গেল আর ফিরল না।

॥ সতের ॥

সন্ধ্যা হয়ে এল। আইভ্যান ডিমিট্রিচ্ বিছানায় শুয়ে আছে। মুখের অর্দ্ধেকটা বালিশে গোজা। পক্ষঘাতগ্রস্থ লোকটা নিশ্চল বসে নীরবে কাঁদছে। মাঝে মাঝে ঠোঁটটা নড়ছে; মোটা কৃষকটি এবং প্রাক্তন মেল সর্টার ঘুমিয়ে।

আইভ্যান ডিমিট্রিচ্‌-এর বিছানার পাশে বসে আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্‌ অপেক্ষা করতে থাকে। আধঘণ্টা কেটে গেল; কিন্তু খবোটভ এল না, তার পরিবর্তে এল নিকিটা, হাতে তার হাসপাতালের একটা গাউন, গাউনের নীচে পরার জামাকাপড় আর একজোড়া চপ্পল।

—আপনার জামাকাপড় ছাড়ুন স্যার। শান্ত ভাবে সে বলল:

—এই আপনার খাটিয়া। আঙুল দিয়ে একটা খালি খাটিয়া দেখিয়ে দিল, বেশ বোঝা গেল সেটা বেশীক্ষণ আনা হয়নি।

—ভগবান করুন, আপনি সেরে উঠবেন, ভাববেন না।

আঁদ্রে ইয়েফিমিচ ব্যাপারটা সব বুঝল। একটী কথাও না বলে সে নিকিটার নির্দেশিত খাটিয়ায় গিয়ে বসল। নিকিটা তার জন্য অপেক্ষা করছে দেখে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়েই নিজের পোষাক ছেড়ে হাসপাতালের পোষাক পরতে স্নুরু করল, সে গুলো এমন বেখাপ্পা যে গায়ে মোটেই মানায় না। কোনটার ঝুল ছোট, কোনটার বা হাত খুব লম্বা, গাউনটায় শুকনো মাছের গন্ধ।

—ভগবান করুন; আপনি সেরে উঠবেন। নিকিটা আবার বলল। তারপর আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্‌ এর পোষাক গুলো তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

লজ্জিত ভাবে গাউনের মাটিতে ঝুলে পড়া ধার কোমরে জড়াতে জড়াতে আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ ভাবল :

—গাউন·সবই এক, ফ্রককোট,ইউনিফর্ম অথবা এই···

কিন্তু তার ঘড়ি ? বুক পকেটে রাখা নোটবুক ? সিগারেট ? নিকিটা তার জামা-কাপড় কোথায় নিয়ে গেল ? হয়ত জীবনে তার ওয়েষ্টকোট, ট্রাউজার ও বুট পরা হবেনা।

সবকিছুই অদ্ভুত এমন কি প্রথমটা দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ এখনও বিশ্বাস করে তার বাড়িওয়ালী বেলোভার গৃহ আর এই ৬নং ওয়ার্ডের মধ্যে এতটুকু তফাৎ নেই; পৃথিবীতে সবই অর্থহীন, নিছক মূঢ়তা ; কিন্তু তবুও তার হাত কাঁপতে থাকে, পা হিম হয়ে যায়। আইভ্যান ডিমিট্রিচ জেগে উঠে তাকে এইখানে হাস-পাতালের গাউন পরা অবস্থায় দেখবে—এই চিন্তায় বুক শুকিয়ে ওঠে, সে উঠে পড়ে। ঘরের মধ্যে দুচার পা হেঁটে আবার এসে বসে।

আধঘণ্টা কাটে। তারপর একঘণ্টা। এখানে বসে থাকা অস্বস্তি কর, পীড়াদায়ক মনে হয়। এইখানে এই লোকগুলোর মত সারাদিন, সারা সপ্তাহ, এমন কি বছরের পর বছর থাকা কি সম্ভব ? কিছুক্ষণ বসে থেকে ঘরের মধ্যে আবার হাঁটল, আবার এসে বসল। এইভাবে জানাল পর্যন্ত গিয়ে বাইরে তাকাতে পারে, আবার ঘরের মধ্যে

পায়চারী করা যায়; কিন্তু তারপর ? খোদাই করা মূর্ত্তির মত সারাক্ষণ এইখানে বসে থাকা ? না, না, এ অসম্ভব।

আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ শুয়ে পড়ে পরমুহূর্তেই উঠে বসে, গাউনের হাতা দিয়ে কপালের ঠাণ্ডা ঘাম মোছে। সারা মুখে শুকনো মাছের গন্ধ লেগে যায়, কেমন যেন বিহ্বল হয়ে হাতটা ছড়িয়ে দিয়ে বলে :

—ব্যাপারটা ভুল বোঝা বুঝি,—আমি ওদের বলব, ভুল বোঝা হয়েছে।

এই সময় আইভ্যান ডিমিট্রিচ জেগে উঠল। মুখে দুই হাতের তালু রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসল, মেঝের উপর থুথু ফেলল, তারপর ক্লান্ত অবসন্ন দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকাল,—প্রথমটা যেন কিছু বোঝে নি; কিন্তু পরমুহূর্তেই তার তন্দ্রাচ্ছন্ন মুখে ফুটে উঠল বিজয়ীর গর্বোদ্ধত নিষ্ঠুরতা!

—তাহলে ওরা তোমাকেও এখানে ঢুকিয়েছে!

তার কণ্ঠস্বর ঘুমে জড়ান, একটা চোখ অর্দ্ধনিমীলিত।

—বেশ, তোমাকে এখানে দেখে খুসিই হচ্ছি! অন্যের রক্ত শোষণের পরিবর্তে এইবার তোমার রক্ত শোষিত হবে। চমৎকার!

আইভ্যান ডিমিট্রিচ এর কথায় সে শঙ্কিত হয়ে উঠে বিড়বিড় করে বলে :

—ভুল বোঝা হয়েছে, নিশ্চয় ভুল বোঝা হয়েছে...

আইভ্যান ডিমিট্রিচ আবার মেঝের উপর থুথু ফেলে শুয়ে পড়ল।

—অভিশপ্ত জীবন! সবচেয়ে মর্মান্তিক এ জীবন দুঃখ যাতনা ভোগ করার মধ্যে শেষ হবে না; নাটকীয়ভাবে কোন অলৌকিক প্রক্রিয়াও নয়, মৃত্যুতেই এর পরিসমাপ্তি। দুই জন ডোম এসে মৃতদেহটার হাত পা ধরে শবগারে নিয়ে যাবে। থু!

বিরক্তি ও আতঙ্কে সে যেন শিউরে উঠে।

ঠিক আছে···পরলোকে আমাদের দিন আসবে·· আমার প্রেতাত্মা ফিরে এসে এই শয়তানগুলোকে দেখে নেবে! আমি ওদের চুলে পাক ধরিয়ে ছাড়ব!

ঠিক এই সময় মোজেজ ফিরে এল, ডাক্তারকে দেখে হাত বাড়িয়ে দিল:

—আমাকে একটি পয়সা দিন!

॥ আঠার ॥

আঁদ্রে ইয়েফিমিচ উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে মাঠের দিকে তাকাল। সন্ধ্যা বেশ ঘনিয়ে এসেছে। ডানদিকে চাঁদ উঠ্‌ছে। স্নিগ্ধ, টক্‌টকে লাল চাঁদ। হাসপাতালের বেড়া থেকে বেশী দূরে নয়, সাতশ ফুট

ওধারে পাথরের প্রাচীল দিয়ে ঘেরা লম্বা সাদা একটা বাড়ি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে,—ওটা হল কয়েদ্‌খানা।

—তাহলে এ-ই বস্তবতা। আঁদ্রে ইয়েফিমিচ ভাবে,—তার ভয় হয়।

সবকিছুই ভয়াবহ: আকাশের ঐ চাঁদ, ঐ কয়েদখানা, হাসপাতালের বেড়ার উপরে বাঁকান লোহার শলা, বহুদূরাগত চুল্লীর ধোঁয়া; তার পিছনে কে যেন নিঃশ্বাস ফেলে। আঁদ্রে ইয়েফিমিচ পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে বুকে তারকা ও নানাবিধ পদক ঝুলিয়ে একটি লোক দাঁড়িয়ে হাসচে এবং শয়তানের মত পিট পিট করে তাকাচ্ছে। এ দৃশ্যও ভয়াবহ। সে নিজের মনে বলার চেষ্টা করে—ঐ চাঁদের মধ্যে, কয়েদখানার বাড়িটার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই নেই; মানসিক সুস্থ লোকেরা পদক পরে; সময়ে সবকিছুই লোপ পেয়ে কাদায় পরিণত হবে। কিন্তু সহসা তার সমস্ত সত্তা যেন হতাশায় বিবশ হয়ে আসে। দুহাত দিয়ে জানালার শিকগুলো ধরে নাড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু শক্ত খিলানে বসান শিকগুলো এতটুকুও নড়ে না।

তখন ভয় দূর করার জন্য আইভ্যান ডিমিট্রিচএর বিছানার পাশে এসে বসল। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল—আমার মন দমে গেছে বন্ধু, আমি একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছি।

—দার্শনিক তত্ত্ব আওড়াবার চেষ্টা কর। বিদ্রুপের হাসি

হেসে আইভ্যান ডিমিট্রি চ উত্তর দিল।

—হা ভগবান···ও হ্যাঁ তুমি এক সময় মন্তব্য করে বলেছিলে রাশিয়ায় কোন দার্শনিক গোষ্ঠী না থাকায় সবাই দর্শনের তত্ত্ব প্রচার করে—এমনকি সাধারণ লোকেরাও। কিন্তু সাধারণ লোকের দর্শনে কার কি ক্ষতি হয়? আঁদ্রে ইয়েফিমিচএর কণ্ঠস্বরে যেন কান্না ভেঙে পড়ে, এ যেন ঘরের অন্য লোকদের মনে করুণা জাগানর চেষ্টা। সে বলে চলে :

—তাহলে এই ক্রুর হাসি কেন বন্ধু? সাধারণ লোকেরা কোন তৃপ্তি পায় না, কাজেই দর্শনের বুলি আওড়ান ছাড়া তাদের আর কি করার আছে? একজন বুদ্ধিমান, সুশিক্ষিত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, স্বাধীনচেতা লোকের একটা ছোট নোংরা সহরে ডাক্তার হওয়া ছাড়া গত্যন্তর সেই; প্লাষ্টার, কাপিং, লিচ এই নিয়ে বাকী জীবন কাটিয়ে দেওয়া! কোয়াকগিরি, নীচতা, ইতরতা! হা ভগবান!

—তুমি বাজে বকছ! ডাক্তার হতে না চাইলে মন্ত্রী হলে না কেন?

—না, না, কেউ কিছু করতে পারে না! আমরা দুর্বল বন্ধু···আমি ছিলাম উদাসীন, আনন্দে নিজের মনে যুক্তি-তর্ক, বিচার বিশ্লেষণ করতাম। কিন্তু যে মুহূর্তে জীবনের কঠিন স্পর্শ অনুভব করেছি সেই মুহূর্তেই হতাশ হ'য়ে পড়েছি···চরম অবসাদ···আমরা দুর্বল, হতভাগ্য

…তুমিও বন্ধু! তুমি একজন বুদ্ধিমান, উন্নতচেতা যুবক। মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে তোমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল মহান আবেগ, মহান প্রেরণা, কত সূক্ষ্ম অনুভূতি! কিন্তু জীবন স্থুরু করতে না করতেই উদ্বেগ, দুঃশ্চিন্তায় জর্জ্জরিত হ'য়ে অসুস্থ হ'য়ে পড়লে....দুর্বল, দুর্বল!

সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয় ও অপমানবোধ ছাড়াও আর একটা জিনিষ—কিসের যেন একটা অদম্য স্পৃহা তাকে পেয়ে বসে। অবশেষে সে বোঝে এ তার বিয়ার ও সিগারেটের নেশা।

—আমি এক মুহূর্ত্তের জন্য আসছি, বন্ধু। আমাদের একটা আলো দেবার জন্য ওদের বলব....এ আমি সহ্য করতে পারিনা…মোটেই পারি না....

আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিকিটা উঠে পথ রোধ করে দাঁড়াল।

—আপনি যাচ্ছেন কোথায়? ওসব চলবে না। এখন আপনার শুয়ে থাকার কথা!

আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে বলল:

—আমি কয়েক মিনিটের জন্য বাইরে যেতে চাই, উঠোনে একটু ঘুরব!

—না, না, সে অনুমতি নেই! আপনি নিজেই ত তা জানেন। নিকিটা দরজা ভেজিয়ে পিঠ ঠেস্ দিয়ে দাঁড়াল।

—কিন্তু আমার বাইরে যাওয়ায় কার কি ক্ষতি হবে? আঁদ্রে ইয়েফিমিচ জিজ্ঞাসা করে। তারপর ধরা গলায় বলে:

—আমি বুঝতে পারিনা, নিকিটা···বাইরে আমাকে যেতেই হবে! যেতেই হবে!

—এখন শান্তি ভঙ্গ করবেন না। নিকিটা শাসিয়ে উঠে।

—এ অপমান! হঠাৎ বিছানার উপর কাৎ হয়ে উঠে আইভ্যান ডিমিট্রিচ চীৎকার করে উঠল।

—কাউকে বাইরে যেতে বাধা দেওয়ার কি অধিকার আছে ওর? আমি নিশ্চিত জানি আইনে পরিষ্কার বল্‌ছে বিনা বিচারে কোন লোককে তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না! এ সম্পূর্ণ জুলুম! নিছক স্বৈরাচার।

এই অযাচিত সমর্থনে উৎসাহিত হয়ে আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্‌ বলল:

—হ্যাঁ, স্বৈরাচারই বটে! আমি বাইরে যেতে চাই, আমি যাবই! আমাকে বাধা দেওয়ার কোন অধিকার ওর নেই! আমি তোমাকে বলছি, আমাকে বাইরে যেতে দাও!

—কানে শুনছিস জানোয়ার! আইভ্যান ডিমিট্রিচ্‌ আবার চীৎকার করে ওঠে, দরজার উপর সজোরে করাঘাত করে।

—দরজা খোল, নইলে আমি ভেঙে ফেলব! হারাম-জাদা! কসাই!

—দরজা খোল, আমি বলছি দরজা খোল! কাঁপতে কাঁপতে আইভ্যান ডিমিট্রিচ্ বলে।

—বলে যাও! বলে যাও! দরজার অপর দিক থেকে নিকিটা বলে ওঠে।

—অন্ততঃ ইয়েভগেনী ফেডোরোভিচকে একবার ডেকে আনো! তাকে বল আমি এক মিনিটের জন্য তাকে আসতে বলছি!

—তিনি না ডাকতেই কাল আসবেন।

—ওরা আমাদের কখনও বাইরে যেতে দেবে না! আইভ্যান ডিমিট্রিচ বলল—আমরা পচে গলে শেষ হওয়া পর্যন্ত এইখানেই আমাদের আটকে রাখবে! হ্যাঁ ভগবান, পরলোকে নরক বলে কিছু নেই একি সত্য হতে পারে? এই শয়তানগুলো রেহাই পাবে—এও কি সম্ভব? কোথায় বিচার? দরজা খোল্, শয়তান, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, দরজার উপর দেহের সমস্ত ভার চাপিয়ে দিয়ে ধরা গলায় সে চীৎকার করে উঠল:

—আমি মাথা খুঁড়ে মরব! খুনীর দল!

হঠাৎ নিকিটা দরজা খুলে হাঁটু ও কনুয়ের গুতোয় আঁদ্রে ইয়েফিমিচকে একপাশে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। তারপর ঘুষি বাগিয়ে আঁদ্রে ইয়েফিমিচএর মুখের উপর

সজোরে আঘাত করল। একটা প্রকাণ্ড লবণাক্ত ঢেউ যেন আঁদ্রেইয়েফিমিচকে আপাদমস্তক গ্রাস করে তার বিছানার দিকে টেনে নিয়ে যায়। সত্যিই তার মুখে লোনা আস্বাদ; দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ছে, সে একবার বাহু দুটো উঁচু করল—যেন এই ঢেউয়ের তলা থেকে উঠবার জন্যে কারও বিছানার প্রান্তভাগ ধরবার চেষ্টা করছে, সঙ্গে সঙ্গে নিকিটা পিঠের উপর আরও দুঘা বসিয়ে দিল।

আইভ্যান ডিমিট্রিচ আর্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, ওকেও মারা হচ্ছে!

তারপর সব শান্ত হয়ে গেল। জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে এসে মেঝের উপর জালের মত একটা ছায়া রচনা করেছে। সব কিছুই ভয়াবহ! আঁদ্রে ইয়েফিমিচ শুয়ে পড়ে, ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে আর কয়েক ঘার প্রতীক্ষা করে, তার মনে হয় কে যেন একটা কাস্তে তার দেহের মধ্যে ঢুকিয়ে বুকে ও পাকস্থলীতে কয়েক পোঁচ টেনে দিল। যন্ত্রণায় সে বালিশ কামড়ে ধরে, দাঁতে দাঁত চাপে। সহসা এই যন্ত্রণার মধ্যে এক ভীষণ অসহনীয় চিন্তা তার মনকে তোলপাড় করে তোলে: যে যন্ত্রণা সে আজ অনুভব করছে তা এই লোকগুলো, চাঁদের আলোয় এখন যাদের কালো ছায়ার মত দেখাচ্ছে—বছরের পর বছর দিবা রাত্রি ভোগ করে আসছে। কি আশ্চর্য! আজ বিশ বছর সে এর কিছু জানে নি বা জানতে চায়নি? সে জানত না।

যন্ত্রণা কাকে বলে তার এতটুকু ধারণা তার ছিলনা, কাজেই দোষ তার নয়; কিন্তু নিকিটার মত কঠিন উদ্ধত বিবেক সে কথা শুনতেচায় না। বিবেকের দংশনে প্লীহা পর্যন্ত যেন কেঁপে ওঠে। সে বিছানায় উঠে বসে, তারস্বরে চীৎকার করতে ইচ্ছা হয়,—নিকিটা, খবোটভ, সুপারইনটেনডেণ্ট, মেডিকেল এসিসট্যাণ্ট তারপর নিজেকে খুন করার জন্য ছুটে বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু মুখ থেকে কোন আওয়াজ বের হয় না, পাও চলে না, দম বন্ধ হয়ে আসে। হাওয়ার জন্য নিজের ড্রেসিং গাউন ও সার্ট টেনে হিচড়ে টুকরো টুকরো করে,— তারপর—অজ্ঞান হয়ে বিছানায় পড়ে যায়।

॥ উনিশ ॥

পরদিন সকালে মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে সে ঘুম থেকে উঠল। কানের মধ্যে বাজনা বাজার মত শব্দ হয়; শরীরের প্রতিটী হাড় কন্‌কন্‌ করে, গত রাত্রিতে নিজের দুর্বলতার কথা মনে পড়ে; কিন্তু তাতে লজ্জা বোধ করে না। সে ভীরুর মত ব্যবহার করেছিল, চাঁদ দেখে পর্যন্ত ভয় পেয়েছিল; যে সব চিন্তাভাবনা কোনদিন নিজের মধ্যে আছে বলে এতটুকু সন্দেহ হয়নি তাই, তাকে পেয়ে বসে-ছিল; যেমন অসন্তোষে সাধারণ লোকদের দার্শনিক তত্ত্ব

আওড়াবার কথা। কিন্তু এখন সে কিছুই গ্রাহ্য করে না।

কিছুই না খেয়ে চুপচাপ বিছানায় পড়ে রইল। প্রশ্ন করা হলে কোন উত্তর না দিয়ে মনে মনে বলল ঃ

—আমি গ্রাহ্য করি না, আমি ওদের কথার জবাব দেব না · আমি গ্রাহ্য করি না।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ এক প্যাকেট্ চা নিয়ে তাকে দেখতে এল। ডারিয়াও এসেছে; একঘণ্টা নীরবে ডাক্তারের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রইলো। মুখে তার একটা বোবা বেদনার অভিব্যক্তি। ডাঃ খবো ভও তাকে দেখতে এল, হাতে এক বোতল পটাসিয়াম ব্রোমাইড, সে নিকিটাকে ওয়ার্ডটা ধুয়ে পরিষ্কার করে দিতে বলল।

সন্ধ্যার দিকে আঘাতজনিত রক্তক্ষরণে আঁদ্রে ইয়েফিমিচ মারা গেল। প্রথমে জ্বর আসার মত একটা শিরশির কাঁপুনি ও বমির ভাব; একটা বিশ্রী গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করা অনুভূতি যেন তার সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে—আঙুলের ডগা পর্যন্ত; পাকস্থলী থেকে উঠে মাথা পর্যন্ত যায়, কানের মধ্যে, চোখের মধ্যে ঢোকে। তার সাম্‌নে সবকিছু সবুজ হয়ে আসে, আঁদ্রে ইয়েফিমিচ বুঝল এই তার শেষ; সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে আইভ্যান ডিমিট্রিচ, মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ, ও আরও কোটী কোটী লোক অমরত্বে বিশ্বাস করে, কিন্তু অমরত্বের জন্য কোন ইচ্ছা সে বোধ করে না।

আগের দিন বইয়ে পড়া 'একদল বল্‌গা হরিণ তার

সামনে দিয়ে দ্রুত ছুটে গেল—অদ্ভুত সুন্দর হরিণ-গুলো; একটি গেঁয়ো মেয়েছেলে একখানি রেজেষ্ট্রী চিঠি ধরে তার দিকে হাত বাড়াল…মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ কি যেন বলল। তরপর সবকিছু অদৃশ্য হয়ে গেল। আঁদ্রে ইয়েফিমিচ্ চিরতরে সংজ্ঞা হারাল।

দুইজন ডোম এসে হাত পা ধরে তুলে তাকে শেষ প্রার্থনার স্থানে নিয়ে গেল। সেখানে টেবিলের উপর খোলা চোখে সে শায়িত রইল। রাত্রে চাঁদের আলো এসে পড়ল তার সারা দেহের উপর। পরদিন সকালে সারগী সারগীচ এসে ক্রসের সামনে প্রার্থনা জানিয়ে তার প্রাক্তন উপর-ওয়ালার চোখ বন্ধ করে দিল।

দুদিন পরে আঁদ্রে ইয়েফিমিচকে কবর দেওয়া হল। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত ছিল শুধু মিখাইল এ্যাভেরিয়ানিচ আর ডারিয়া।

* ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইবে ৩৪ পৃষ্ঠায় ১২ লাইনের পর।